



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 12th Year, 347 Issue • 26 December, 2021, Sunday • ১০ পৌষ, ১৪২৮, রবিবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

মেয়ের এসকট ফেরার অপরাধী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। যত দিন যাচ্ছে, পুলিশ আর অপরাধীর ব্যবধান ঘুচে যাচ্ছে। ঘুচিয়ে দিচ্ছেন বিজেপির নেতারা। আবার যে অপরাধীকে খুঁজে পায় না পুলিশ, নেতার সামনে সেই পুলিশ নেতাদের এসকট হিসাবে সেই সব অপরাধীকে পাশে নিয়ে হাঁটছে। এমন এক ঘটনা দেখা গেল এই দিন আগরতলা পুর নিগমের অধীন আখাউড়া রোড বাজার কমিটির মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে। নিগমের মেয়র ও এক সজ্জন কাউন্সিলারের পাশে যেমন ছিল পুলিশের লোকজন অপদিকে ছিল পুলিশের খাতায় যুগের উদ্দেশ্যে হামলাকারী এক বিজেপি নেতা অজিত দাস ওরফে লালু। অচ্য যাকে প্রকাশ্যে লোকালয়ে হত্যার

উদ্দেশ্যে হামলা করা হয়েছে সেই বিজেপি কর্মী এখনো আইএলএস হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। রাজ্যে আইনের শাসন



কায়েমের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল বিজেপি সরকার। কিন্তু দিনে দিনে স্পষ্ট হয়েছে অপরাধীরা

পুলিশের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। তরতাজা এক উদাহরণ হল গতকাল কল্যাণপুর থানার ঘটনা। এসডিপিওকে কেরোসিন ঢেলে

অমিতবিক্রম এই আমলে শাসক দলের সামনে এসে মিউ মিউ হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে ঘটনাক্রম এগিয়ে যাচ্ছে আজ আর সেই দিন বাকি



আগুন লাগিয়ে দেবার চেষ্টা করলো পরিচিত দুষ্কৃতিরা। কিন্তু মুখ বুজেই রইলো কার্লাস পুলিশ। পুলিশের

নরেন্দ্র মোদি ৪ জানুয়ারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। আগরতলা বিমানবন্দরের নবনির্মিত টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করতে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জানান, আগামী ৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আসছেন। তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শুক্রবার রাতে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি জানান, ওই দিন নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ● এরপর দুইয়ের পাতায়

এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। সরকারি দুর্বলতা যেখানে প্রকট হয় সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠে খান্দাবাজের দল। খোলস ছেড়ে

বেরিয়ে পড়ে কালোবাজারি। নেশামুক্ত ত্রিপুরার স্লোগান দিলেও আগরতলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত যে ড্রাগ কারবারের হাব-এ পরিণত হয়েছে এই কথা আগেও

বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, শনিবারও বললেন আগরতলায় ধলেশ্বরে প্রান্তিক উৎসবের উদ্বোধন করতে

An Initiative by Joyjit Saha

Big Books

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

পারুল প্রকাশনী

SINCE 1981

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

9774414298

53 Shishu Uddyan Bipani Bitan A. K. Road Agartala 799001

মতর্কহারা 'পারুল' নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

বুরাখার রিহেভ থেকে পালালো ৩৫ ড্রাগাসক্ত যুবক

গিয়ে। এও জানান, আগরতলায় একটি কলেজেও ড্রাগ-এর ব্যবহার চলে রমরমিয়ে। কদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী এও জানিয়েছিলেন, তিনি রাজ্যে একটি মডেল ড্রাগ ডি অ্যাকশন সেন্টার গড়ে তুলতে চান, যা হবে সর্বভারতীয় মানের। আর ● এরপর দুইয়ের পাতায়

১৫-১৮ বছর (৩ জানুয়ারি) যাটোখরদেরও বুস্টার (১০ জানুয়ারি)

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর।। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের মেয়াদ মাত্র ১৩ মিনিট। আর তাতেই তিনটি বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নতুন ইংরেজি বছরের শুরুতেই ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য টিকাকরণ অভিযান শুরু হবে। ওই কর্মসূচি শুরু হবে ৩ জানুয়ারি। পাশাপাশি ১০ জানুয়ারি থেকে কো-মর্বিডিটি সম্পন্ন যাটোখর ব্যক্তিদের বুস্টার টিকা দেওয়া হবে। শনিবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এমনটাই ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একই সঙ্গে স্বাস্থ্যকর্মী ও করোনা যোদ্ধাদেরও দেওয়া হবে ওই বুস্টার টিকা। মোদি শনিবার জাতির উদ্দেশ্যে বলেন, “করোনা এখনও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

অমৃত মহোৎসবে বিষাদের ছায়া!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৫ ডিসেম্বর।। বড় সাধ করে আজাদির অমৃত মহোৎসবের আয়োজন করেছিলেন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। আয়োজনও করেছিলেন যথারীতি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিপ্লব কুমার দেব'ই মহোৎসবের উদ্বোধন না করে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে আমবাসা থেকে আগরতলা বাড়ি ফিরে এলেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন দুপুরে আগরতলা থেকে আমবাসায় হেলিকপ্টারে গিয়ে দশমীঘাটের অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছে গিয়েছিলেন যথারীতি। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য সভাপতি মানিক সাহা। কিন্তু হেলিপ্যাড থেকে অনুষ্ঠানস্থল পর্যন্ত শীতল অভ্যর্থনায় মুখ্যমন্ত্রী কার্যত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। এরপর দশমীঘাটে গিয়ে দেখেন ঝাঁঝী করছে অনুষ্ঠানস্থল। ফাঁকা বাড়ি তে বসে থেকে মুখ্যমন্ত্রী অপমানিতবোধ করেন। এরপরই



তিনি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে যান। মুহূর্তের মধ্যেই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী প্রদেশ সভাপতিকে নিয়ে আগরতলায় ফিরে আসেন। জানা গেছে, অনুষ্ঠানস্থলে যে তেমন লোকসমাগম হয়নি তা মুখ্যমন্ত্রীকে আগাম জানানোরও কথা। তাকে আগাম এই বিষয়টি না জানানোর কারণেই লোকবলহীন অবস্থাতেই তিনি মাঠে চলে এসেছেন। এছাড়া

চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও এদের কেউই এদিন অনুষ্ঠানস্থলে ছিলেন না। ছিলেন না অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক রেবতী ত্রিপুরাও। শুধুমাত্র আমবাসার বিধায়ক পরিমল দেববর্মা এবং ছাওমনুর বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা ছাড়া আর কোনও বিধায়ক কিংবা মন্ত্রী এদিনকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ● এরপর দুইয়ের পাতায়

রেগাঃ গৌরঙ্গ মহাপ্রভু এবার হরিনাম করবেন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২৫ ডিসেম্বর।। এতকাল গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তনের অনুষ্ঠান হতো ভক্তদের কাছ থেকে নেওয়া চাঁদায় এবং ভক্তদের দানে। এবার গৌরঙ্গটিলায় গৌরঙ্গ মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্তন হবে রেগার টাকা আর প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকায়। মনে হতেই পারে তাকলে জবকাই হাতে নিয়ে গিয়ে গৌরঙ্গ মহাপ্রভুও তাহলে এবার রেগার কাজ করলেন। মনে হতে পারে নিমাই পণ্ডিত কি তাহলে এবার প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর

নিলেন? না হলে সংকীর্তন করার জন্য তিনি টাকা পেলেন কোথায়? জানা গেছে, গৌরঙ্গটিলায় এবার

এমন এক ভক্তের উদয় হয়েছে যিনি গোটা এলাকায় জুতোনেতা হিসেবে পরিচিত। তিনি এবার

জরুরি বিজ্ঞপ্তি

সম্মানীয় গ্রাহক ও প্রাধ্বারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে সাম্প্রতিক কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আমাদের ৫৮ বৎসরের বহু প্রচলিত একমাত্র **BRAND Ori-Plast** নামের কিছু পরিবর্তন করিয়া বাজারে ব্যবসা শুরু করিয়াছে। সেই জন্য আমাদের গুণগ্রাহী গ্রাহকগণের নিকট আহ্বান জানাচ্ছি যে আপনারা **Ori-Plast** লেখাটি দেখে নেবেন। আমাদের কোন দ্বিতীয় শ্রেণির উৎপাদন নেই। **Ori-Plast is Ori-Plast** We have no any 2nd BRAND Tool free number 18001232123. www.oriplast.com

গোটা জানিয়ে দিলেন, গৌরঙ্গটিলায় হরিনাম সংকীর্তনের জন্য কারোর কোনও চাঁদা দিতে হবে না। চাঁদা জোগাবে ভূতে। অর্থাৎ এখানকার যতজন রেগার জবকাই হোস্টার আছেন প্রত্যেককেই জানিয়ে দিলেন তারা যেন গৌরঙ্গটিলায় উৎসব কমিটির কাছে এক হাজার টাকা করে জমা করেন। এই টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাবে। এর জন্য কোনও কাজ করতে হবে না। অর্থাৎ কাজ না করেই রেগার টাকা প্রতিটি অ্যাকাউন্টে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

INDIA'S LARGEST SELLING HERBAL BODY OIL

Hahnemann's jac OLIVOL

AN EFFECTIVE HERBAL BODY OIL

ময়শ্চারাইজার নয়! আমার চাই বডি অয়েল!! 'জ্যাক অলিভল'

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল আয়ুর্বেদের এক অনন্য আবিষ্কার। শুধু শুধু **Italian Olive Oil** যুক্ত এই তেল ময়শ্চারাইজারের থেকেও ভাল। ল্যানোলিন ও আয়ুর্বেদিক ভেষজ গুণ সমৃদ্ধ এই তেলে আছে অর্জুন, দারুহরিদ্রা, মনজিষ্ঠা, নিম্ব ইত্যাদি ও **Italian Olive Oil** যা আমাদের দেয় স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল নিদাগ ত্বক। সম্পূর্ণ শরীরে হাল্কা মালিশে শরীরের সকল ব্যথা, গাঁঠির ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা দূর হয়। ছোটখাট পুড়ে যাওয়ায় খুবই কার্যকরী এবং ফোঁস্কা হতে দেয় না।

জ্যাক অলিভল হার্বাল বডি অয়েল প্রতিদিন মাত্র ৫ মিনিটের পরিচর্যা। যা আপনাকে দেয় সুন্দর, সুস্থ, উজ্জ্বল ও কোমল ত্বক।

■ শীতকালে ♡ স্নানের পরে
■ গ্রীষ্মকালে ♡ স্নানের আগে

Rashmoy Das
(AYURVEDA RATNA)
Creator of the Brand **jac OLIVOL BODY OIL**

Manufactured with IMPORTED ITALIAN OLIVE OIL

সারা বছর তারুণ্যে ভরা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কোমল ত্বক

সোজা স্পোর্টস

লালের ফেরা

পদ্মের শহরে লালের সমাবেশ। কলকাতা পুর ভোটের ফলাফলের পর হয়তো এরাজ্যের ঘুমিয়ে থাকা বাম কর্মী-সমর্থকদের মনে হয়েছে যে, না এবার বের হতেই হবে। ২০১৮ সালের ৩ মার্চের পর সম্ভবত ২০২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর আগরতলা শহরে এত বড় লালের সমাবেশ দেখা গেলো। আগরতলা পুর নিগম ভোটে তৃণমূলের কাছে পিছিয়ে যাওয়া বামেরা অবশ্য কলকাতা পুর ভোটে বিজেপি-কে টপকে যেতে পেরেছে। বামীদের এই উত্থানে কলকাতায় কিন্তু বিজেপি-র পতন ঘটেছে। দেখা যাচ্ছে, মাত্র দুই বছরেই শহর কলকাতায় বিজেপি-র ভোট অনেক কমেছে। তথ্য বলছে, ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কলকাতায় বিজেপি-র ভোট ছিল ৩৩.৮৫ শতাংশ। বিধানসভা ভোটে কমে ২৭.৫৫ শতাংশ। আর কলকাতা পুর ভোটেশায়র ধসের মতো মাত্র ৯.২১ শতাংশ। আর এখানেই বামদের ঘুরে দাঁড়ানো। অবশ্য এটা ঠিক যে, এরাজ্যে বামদের একটা কমিটেড ভোট ব্যান্ড আছে। কিন্তু শীর্ষ নেতৃত্বের ব্যর্থতায় এই কমিটেড ভোটাররা এডিসি বা পুর ভোটে কিন্তু ভোটে যাননি বা অভিমানে নিজের দলকে ভোট দেননি। কিন্তু বিজেপি-র বর্তমান সময়ের বিভিন্ন কাজকর্ম এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিশ্চিতভাবে ঘুমিয়ে থাকা বাম কর্মী-সমর্থকদের জাগিয়ে তুলছে। তৃণমূল বা কংগ্রেসকে বিজেপি-র বিরুদ্ধে মানুষ যেভাবে দেখতে চেয়েছিল বা আশা করেছিল তা হচ্ছে না দেখেই হয়তো বামদের দিকে ফিরছে একাংশের মানুষ। অবশ্য এটা ঠিক যে, মানুষ যদি প্রতিরোধের রাস্তায় যেতে পারে তাহলে অনেক হিসাবই পাল্টে যেতে পারে। তৃণমূল আর বিজেপি-র মাঝে বঙ্গ কিন্তু বামেরা উঠে এসেছে। এখন অপেক্ষা এরাজ্যে বামেরা কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারে।

এনকাউন্টারে নিকেশ ২ জেহাদি

শ্রীনগর, ২৫ ডিসেম্বর। জন্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাস দমনে বড় সাফল্য পেল সেনাবাহিনী। শনিবার শোপিয়ান জেলায় নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, শনিবার সকালে শোপিয়ান জেলার চউগাম এলাকায় সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী। বেশ কিছুক্ষণ গুলির লড়াইয়ের পর নিহত হয়েছে দুই জেহাদি। নিহত জঙ্গিদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণের অস্ত্রসন্ত্র ও জেহাদ সংক্রান্ত নথিপত্র। এখনও এই এলাকায় আরও সন্ত্রাসবাদীদের লুকিয়ে থাকার আশঙ্কা করছে সেনাবাহিনী। ফলে এলাকাজুড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে নিরাপত্তারক্ষীরা। কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, নিহত জঙ্গির কোন সংগঠনের সদস্য তা এখনও জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর, নিহতদের হিজবুল সদস্য হওয়ার খবর মিলেছে। প্রসঙ্গত, গত বুধবার জোড়া জঙ্গি হামলা হয় কাশ্মীরে। সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে শহিদ হন এক পুলিশকর্মী। প্রাণ হারান একজন সাধারণ মানুষও।

২৫টি কৃষক সংগঠন

● **ছয়ের পাতার পর** শক্তিশালী করে তুলতে চাইছে। এদিকে ভোটের আগেই পাঞ্জাবে দফায় দফায় অশান্তি বাড়তে শুরু করেছে। পাঞ্জাবে কয়েকদিন আগেই গণপিটুনিতে ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারপরেই লুথিয়ানা কোর্টে আরডিঅঙ্গ বিশ্বেশ্বাণ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় পাক মদতপুষ্ট খালিস্তানি জঙ্গিদের হাত রয়েছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। ভোটের মুখে আরও নাকশকতার ঘটনা ঘটতে পারে বলে সতর্ক করেছেন গোয়েন্দারা। পাঞ্জাব সরকারকে এই নিয়ে সতর্ক করেছে গোয়েন্দারা। কাশ্মীরের পর এখন পাঞ্জাবকে টার্গেট করেছে গোয়েন্দারা। সেকারণে পাঞ্জাবে নাকশকতার ঘটনা আরও বাড়বে বলে মনে করছে তারা।

বিকল হওয়ার ভয়

● **ছয়ের পাতার পর** বেশ চিলেচালা। তাই সিদ্ধান্তটা নিতে দেরি হল।” তিনি জানান, লিভারে পিপিআই ওষুধগুলির বিপাক প্রক্রিয়া মৌটার পর সাধারণত প্রভাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বিপাকজাত পদার্থগুলো। তাই যাঁরা পিপিআই খেয়েই চলেন, তাঁদের কারও কারও ক্ষেত্রে কিডনিতে বিরূপ প্রভাব ফেলে ওই বিপাকজাত পদার্থগুলো। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, এমনটা টানা চলতে থাকলে কিডনি নিজেই একসময়ে কর্মক্ষমতা হারাতে শুরু করে। মেডিসিন বিশেষজ্ঞ অরিন্দম বিশ্বাস বলছেন, “প্রয়োজনে প্রচুর রোগীকে লিথিতেই হয় ওষুধগুলো। মুশকিল হল, আমরা তার থেকে বঁা সপ্তাহের জন্য লিথি। কিন্তু রোগী পরেও চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই সেগুলো চালিয়েই যান। ফলে শুধু কিডনি কেন, পাকস্থলী ও মূত্রনালীর সমস্যাও হয় অনেকের।”

ফের কার্যকর হতে পারে কৃষি আইন?

● **ছয়ের পাতার পর** উপকর্ষে সিঙ্ঘু সীমানায় আন্দোলনের কারণে কৃষকদের সমালোচনা করেন বিজেপি-র বিভিন্ন নেতা এবং মন্ত্রী। দফায় দফায় কৃষক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা হয় কেন্দ্রের। কিন্তু সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে চলে এই অচলাবস্থা। অবশেষে পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনের দিন মাস আগে কৃষি আইনগুলি প্রত্যাহার করার ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে এরপরেও থামেননি কৃষকরা। শেষে সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং কৃষকদের বাকি দাবি-দাওয়া কেন্দ্র মেনে নেওয়ার পর ১১ ডিসেম্বর আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেয় কৃষক সংগঠনগুলি। ফাঁকা করে দেওয়া হয় সিঙ্ঘু সীমানা। এর পর কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর ওই মন্তব্য উল্লে দিচ্ছে অনেক জল্পনা। বিরোধীরা প্রশ্ন করলেন, তবে কি আসন্ন নির্বাচনে পাঞ্জাব তখলের উদ্দেশ্যেই সাময়িকভাবে আইন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোদি সরকার?

৫ থেকে ১০ হাজার

● **চারের পাতার পর** সিবিএসই’কে। উদ্বারপন্থরূপ তারা বলেন, এখন রাজা পর্যদের পরীক্ষার ফি যেখানে আড়াইশ টাকা সেই জায়গায় সিবিএসই’র পরীক্ষার ফি আড়াই হাজার টাকা। এক কথায় টিজিটি’র নেতারা বোঝাতে চেয়েছেন রাজ্য সরকার রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারিকরণের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তারা এই সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন।

নরেন্দ্র মোদি ৪ জানুয়ারি

● **প্রথম পাতার পর** রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে কথা বললেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বরাবরই ত্রিপুরার প্রতি উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীকে রাজ্যে স্বাগত জানাতে রাজ্যবাসী তৈরি হচ্ছেন বলেও জানান তিনি।

ষাটোর্থীদেরও বুস্টার

(১০ জানুয়ারি)

● **প্রথম পাতার পর** পুরোপুরি চলে যাবনি। নতুন রূপ ওমিক্রনে আক্রান্তদের খৌজ মিলছে ভারতেও।” তিনি আরও বলেন, “এই পরিস্থিতিতে আমাদের কোভিড বিধি যথাযত ভাবে পালন করতে হবে। দেশের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো পুরোপুরি তৈরি। দেশে ১৮ লক্ষ আইসোলেশন বেড ও লক্ষাধিক আইসিউ বেড প্রস্তুত রয়েছে।” ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। শিশু চিকিৎসক অর্পূর্ব ঘোষ বলেন, “১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের টিকা দেওয়া জরুরি ছিল। এটা খুবই ভাল সিদ্ধান্ত। স্কুল খুলে গিয়েছে। তাই ওদের বাইরে বেরোতে হচ্ছে। সব দিক থেকে দেখলে ছোটদের টিকাকরণের প্রয়োজনীয়তাও বাড়ছিল। ওমিক্রনে বাচ্চারাও আক্রান্ত হচ্ছে। এবার তারাও টিকা পেলে করোনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি হবে। টিকাকরণের ফলে সংক্রমণ কতটা কমবে এখনই তা বলা না গেলেও টিকায় মৃত্যুহার কমেছে লক্ষ্মীয়া হারে ৭।”চিকিৎসক শ্যামাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “এটা খুব দরকার ছিল। বুস্টার টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। বুস্টারের সঙ্গে দেশে এই মুহূর্তে যারা কোভিডের টিকাকরণের যোগ্য তাদেরও দ্রুত টিকাকরণ শেষ করার চেষ্টা এবং যাঁরা প্রথমে টিকা নিয়েছেন, তাঁদের প্রিকশন ডোজ দেওয়ার সিদ্ধান্ততে মনে হচ্ছে টিকাকরণের বিষয়ে আমরা সঠিক পথে চলছি। টিকাকরণের ফলে শরীরে কোভিডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠেছে, ৬ থেকে ৯ মাস পর যীরে যীরে সেই আন্টিবডি কমে যাচ্ছে বলে ল্যানসেটে একটি তথ্যও প্রকাশিত হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে, দেশে যাঁরা প্রথম দিকে টিকা নিয়েছেন, তাঁদের বুস্টারের প্রয়োজনীয়তা আছে।”

অমৃত মহোৎসবে বিষাদের ছায়া!

● **প্রথম পাতার পর** না। গোটা বিষয়টি নিয়েই ক্ষুব্ধ মুখামন্ত্রী। জানা গেছে, বিষয়টি জানার পরই এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও বিফল হন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। তিনি তড়িৎডুি দশমীঘাটে ছুটে এসে এর কোনও হিল্লৈ করতে পারেননি। চার বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের সময়ে বিপ্লব কুমার দেব’র পক্ষে এদিনকার অনুষ্ঠানই ছিলো প্রথম অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেও উদ্বোধন না করেই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনা জানানজানি হতেই আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অনুষ্ঠানও মুহূর্তের মধ্যেই যেন ম্লান হয়ে যায়। সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা যে কৌশল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে হাতে রাখার চেষ্টা করেছিলেন তা মাঠে মারা যায়। এরপর প্রায় আরও আধ ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট পর অনুষ্ঠানস্থলে এসে হাজির হন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং, যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বেবিসি চৌহান। দু’দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন রাজকুমার রঞ্জন সিং। স্বাগত ভাষণ রাখেন পূর্ব ত্রিপুরা কেন্দ্রের সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা। মুখ্যমন্ত্রী অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করে ফিরে আসার পর আমবাসায় যীরে যীরে ব্যাপক লোকসমাগম হয়েছে।

বহু পরিবার

● **তিনের পাতার পর** এখন জুয়া কারবারিদের কজায় চলে গেছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে অভিভাবক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণের নাভিস্থাস উঠেছে। একদিকে রাজ্যগারের কোন উপায় নেই আর অন্যদিকে জুয়া কারবারিরা অতি লোভ দেখিয়ে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে স্কুল ছাত্রদের পকেট কেটে নিচ্ছে। এদিকে জানা যায়, মধুপুর বাজারের পশ্চিমাংশ এবং উপরের বাজারের শেডের মধ্যে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে জুয়া কারবারিরা দিনের বেলা জুয়া খেলায় মত্ত হয়ে পড়েছে। অতি লোভের ফলে উঠাতি বয়সের যুবক থেকে শুরু করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত দিনের পর দিন সেই খেলায়া মত্ত হয়ে পড়েছে। যার ফলে দিনের পর দিন গাওঁস্থা হিসসা বেড়েই চলেছে। এদিকে এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে মধুপুর থানার কাছে আবেদন জানিয়েছে অতি দ্রুত যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। জায়গা দিনের পর দিন যেভাবে জুয়া কারবারিদের আশ্বাফলন দেখা যাচ্ছে তাতে যেকোনো মুহূর্তে প্রমীলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বড়োসড়ো ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিচারপতি!

● **তিনের পাতার পর** তিনি বর্তমানে পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যান। এজেন্ডার মধ্যেই ছিল তাকে নিয়োগ করার কথা। আমরা স্বপ্ন চন্দ্র দাসকে চিনি। তিনি ভালো একটি সময় রাজ্যের আইনসচিব ছিলেন। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে কাজ করেছেন। তিনি পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আমাদের বলতে দিখা নেই যে অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের কোনও ভূমিকা এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি। কোনও ঘটনার স্বতঃপ্ররোচিত মামলা নিতেও আমরা দেখিনি। ব্যক্তি হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপ্ন চন্দ্র দাসের সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধিতা নেই। আইন দফতরের সচিব বৈঠকে বলেছেন, দুটি কমিশনের দায়িত্ব নিতে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপ্ন চন্দ্র দাস রাজি আছেন। এখানে মুখ্যমন্ত্রী-সহ অন্য একজন সদস্য এই প্রস্তাবে রাজি ছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন পুলিশ এবং মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্বে একই লোক কিভাবে হবে? মানবাধিকার রক্ষার জন্য ভূমিকা নেবে এই কমিশন। কিন্তু পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের মূল দায়িত্বই পালন করা হচ্ছে না। দুটি সংস্থার কাজকর্মে একটির সঙ্গে অন্যটির বিরোধ রয়েছে। এই কারণেই আমরা একই ব্যক্তিকে দুই পদে দেওয়ার বিরোধিতা করি। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এই বিষয়ে সময় চেয়েছেন।

সম্বর্ষে আহত দুই

● **পাঁচের পাতার পর** হাসপাতালে রেফার করে দেন। জানা যায়, বিশালগড় নবনির্মিত বাইপাস সড়কে অনবরত ঘটে চলছে দুর্ঘটনা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে জনগণের মধ্যে উঠছে প্রশ্ন। স্থানীয় লোকদেরে একটিই দাবি, পুলিশ প্রশাসনের ও ট্রাফিক দফতরের দুর্বলতার কারণে নিত্যদিন ঘটনা বেড়ে চলছে বিশালগড় এলাকায়। প্রশাসন সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা কিছুটা হলেও এড়ানো যায়।

কার্যু হরিয়ানায়

● **তিনের পাতার পর** নির্দেশিকা জারি করেছে যে, ১ জানুয়ারি থেকে চণ্ডীগড়ে কোভিড ভ্যাকসিন না নিলে হোটেল, শপিং মল, বাজার, ব্যাঙ্ক, জিম, সিনেমা হল, কোথাও প্রবেশ করা যাবে না। এই সকল জায়গায়, শুধুমাত্র কোভিডের দুটি ভোজ যারা নিয়েছেন, তাদেরকেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত। ১৮ বছর বয়সী থেকে উর্ধ্বে যারা কোভিড ভ্যাকসিন ছাড়া ধরা পড়বেন, তাঁদের ৫০০ টাকা জরিমানা করা হবে। জরিমানা না দিলে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।উল্লেখ্য, এরআগে মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে রাজাজুড়ে নাইট কার্ফু চালু করা হয়। কোভিডের এই নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে সতর্ক সব রাজ্যেরই সরকার। তাই হরিয়ানার পাশাপাশি কোভিড বিধিতে আরও সতর্ক নির্দেশিকা জারি করেছে ওড়িশা সরকার।বর্ধরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠান করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। হোটেল,ক্লাব, গেস্টহাী, পার্কওগিয়ে ব্যবসায় উ পদক্ষেপ কোনওরকম উদযাপন করা যাবে না। গুজরাটের আহমেদাবাদ, ভাবনগর, ভদোদরা, সুরাট,জানকোট,জামনগর,গান্ধীনগর এবং রাজকোট শহরে ২৫ ডিসেম্বর থেকে রাত ১১ টা থেকে ভোর ৫ টা পর্যন্ত নাইট কার্ফু জারি থাকবে।

রেগা ঃ গৌরান্ধ মহাপ্রভু এবার হরিনাম করবেন

● **প্রথম পাতার পর** এই টাকা ব্যান্ড থেকে তুলে এই পরিবারগুলো জুতেনোতার কাছে জমা দেবেন। কেউ যদি অন্যথা করার চেষ্টা করেন, তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। আর কোনও দিন ওই ব্যক্তিকে রেগার কাজ দেওয়া হবে না। পাশাপাশি যারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর পেয়েছেন, তারাও এক হাজার টাকা করে উৎসব কমিটিকে দেবেন। যাতে করে হরিনাম সংকীর্তন ভালোভাবে হতে পারে। জুতেনোতার এই আদেশের ফলে গোটা এলাকায় তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। প্রত্যেকেরই বক্তব্য, হরিনাম সংকীর্তনের আসরও এমন হলছাটুঘরি করে করতে হবে কেন? অর্থ লোপাটের টাকা দিয়ে হরিনাম সংকীর্তনের আসর যদি করতে হয় তাহলে না করাই ভালো। বরং ভক্তের সামান্য দানে যতটুকু উৎসবের আয়োজন করা সম্ভব হয় ততটুকু করাই শ্রেয়। এভাবে মারিং-এর টাকায় হরিনাম সংকীর্তনের আসর জমালে এর মধ্যে পবিত্রতা থাকবে না। কিন্তু এবার তাই হতে যাচ্ছে গৌরান্দ্রটিলায়। উল্লেখ্য, কল্যাণপুরের গৌরান্দ্রটিলা এমনিতেই জুতেনোতার অতি সক্রিয়তার জন্য প্রসিদ্ধ। এবার খোদ গৌরান্ধ মহাপ্রভুকে নিয়ে জুতোনোতা কেলঙ্কারিতে নেমে পড়ায় একেবারে যেবোলোকলা পূর্ণ হয়েছে।

এইডস ছড়ানোর আশঙ্কা

● **প্রথম পাতার পর** গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এই ডি অ্যাডিকশন সেন্টার হবে মানে এবং গুণে সর্বোত্তম। এটা ঘটনা, এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারি উদ্যোগে কোনও ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার নেই। অথচ ড্রাগ আসক্তি এখন স্কুল এবং কলেজ স্তর পর্যন্ত পৌছে গিয়েছে। কিন্তু ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার না থাকার ফলে ড্রাগ আসক্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে একেবারে পাথে বসার উপক্রম হয়েছে অভিভাবকদের। আর এই সুযোগেই রাজ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়িয়ে উঠছে বেসরকারি উদ্যোগের পূনর্বাসন সেন্টার তথা ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার। বেসরকারি উদ্যোগের এই সেন্টারগুলোর প্রায় নিরানব্বই শতাংশই সরকারি কোণও গাইডলাইন মানছে না। একটা পূনর্বাসন সেন্টার চালাতে কিংবা ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার চালাতে গেলে যে ধরনের পরিকাঠামো দরকার এর ধারে-কাছেও না গিয়ে দেদার পকেটকাটা শুরু হয়েছে বাণিজ্যিক ভাবনাকে সামনে রেখেই। শুক্রবার এমন একটি ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার থেকে ৩৫ জন ড্রাগ সেবনকারী পালিয়ে গিয়েছেন। যাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এইচআইভি পজিটিভ। এই পূনর্বাসন সেন্টার থেকে ৩৫ জন ড্রাগ আসক্ত যুবক কেন পালিয়ে গিয়েছে তা নিয়ে নানা মহলে নানা বক্তব্য রয়েছে। রিহেভ থেকে পালিয়ে আসা ড্রাগ আসক্ত এক যুবকের জনৈক অভিভাবক জানিয়েছেন, নামে রিহেভ হলেও কাজে আসলে জেলখানার থেকেও অনেক বেশি খারাপ অবস্থা। কিন্তু অভিভাবকদের কাছে বিকল্প কোনও পথ না থাকায় তারা তাদের প্রিয় সন্তানকে এই সেন্টারে দিতে বাধ্য হয়েছেন মাসিক প্রায় দশ হাজার টাকার বিনিময়ে। কিন্তু এই সেন্টারে ড্রাগ আসক্ত যুবকদেরকে প্রায় প্রতিনিয়ত শারীরিক ও মানসিক ভাগ দেওয়া হয় বলে তারা জানিয়েছেন। নিম্নমানের খাবারদাবার সহ শারীরিক ও মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই এই যুবকরা পূনর্বাসন ছেড়ে গোপন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছেন। এর ফলে সমাজে আরও ড্রাগ আসক্ত যুবক এবং এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা গিয়েছে। কারণ এই যুবকেরা রাহাত থেকে বাড়ি চলে আসার পর নেশার টানে ফের ড্রাগ নিতে শুরু করবে। আর এদের সংস্পর্শে এসে যে বাবা ফের ড্রাগ নেবে তারা প্রত্যেকে এইচআইভি পজিটিভ হয়ে যাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব শনিবার প্রাস্তিক উৎসবে গিয়ে জানিয়েছেন, আগরতলায় জিবিপি হাসপাতালে প্রতিদিন দুই থেকে তিনজন করে এইচআইভি পজিটিভ শনাক্ত হচ্ছে। এর মধ্যে বেশিরভাগই ড্রাগ আসক্ত। এবার পূনর্বাসন সেন্টার থেকে এভাবে ৩৫ জন আবাসিক পালিয়ে যাওয়ায় এই আশঙ্কা আরও বেড়ে গিয়েছে। জানা গেছে, মাল্‌ইয়ের বুরাখা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে হামক্ৰাই নাইথকবদল নামক একটি পূনর্বাসন সেন্টার রয়েছে। যেখানে চড়া ফি দিয়ে ড্রাগ আসক্ত যুবকদেরকে ভর্তি করানো হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ এবং নেশা মুক্তির জন্যে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রায় ৫৫ জন যুবককে এই সেন্টারে পাঠিয়েছেন তাদের অভিভাবকরা। অভিযোগ, একটি পূনর্বাসন সেন্টারে প্রতিদিন যেভাবে প্রার্থনা, ব্যায়াম, খেলাধুলা, ভাঙার পরিবেশা পাওয়ার পালিয়ে যাওয়ার পরও থানায় কেনা মামলা করা হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একই সঙ্গে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে শ্রীদ্রই এই যুবকদেরকে পূনর্বাসন সেন্টারে ফিরিয়ে না আনা গেলে এদের হারাই প্রতিদিন নতুন করে স্ব্থ মানুষ ড্রাগ আসক্ত এবং এইচআইভি পজিটিভ হয়ে যেতে পারে। যা নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন চিকিৎসক এবং তাদের অভিভাবক-সব পরিবার পরিজনরাও। তাদের পরিবারের লোকদের দাবি, মুখ্যমন্ত্রী যখন বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েই দেখছেন তখন রাজ্যের আর্টটি জেলার মধ্যে কম করেও তিন/চারটি জেলায় প্রাথমিকভাবে আধুনিকমানের ড্রাগ ডি অ্যাডিশশন সেন্টার গড়ে তোলা প্রয়োজন। যা জাতীয় মানের না হয়ে রাজ্যমানের হলেও চলবে। কিন্তু পরিবেশা থাকবে সবকিছু। এতে অন্তত ড্রাগ আসক্ত যুবক/যুবতিরা অতি সহজেই স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে। পাশাপাশি বন্ধ হয়ে বেসরকারি সংস্থার জুলুমবাজি এবং নির্যাতনও। এজন্য শ্রীদ্রই সরকারের জরুরিভিত্তিতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলেও তারা মনে করেন। উল্লেখ্য, আগরতলার ভনবস্তা এলাকা, অরুন্ধতীনগর, ডুকলি, খোয়াই, বুরাখা সহ সারা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই এখন ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে পূনর্বাসন সেন্টার কিংবা ড্রাগ ডি অ্যাডিকশন সেন্টার। যার নৈই কোনও মডেল, নৈই কোনও সরকারি মান্যতা। একসময় বাজারে যেভাবে ঢালাও হারে পিসিও গড়ে উঠেছিলো এমনভাবেই এখন পূনর্বাসন সেন্টারও গড়ে উঠছে।

মেয়রের এসকর্ট ফেরার অপরাধী

● **প্রথম পাতার পর** বিজেপি যুব মোর্চার প্রাক্তন বৃথ প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় দাস-র ওপর বহুচর্চিত লাইট হাউসের সামনে প্রকাশ্যে বর্বরোচিত (যা সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল) প্রাণখাতী হামলা চালানো হয়। এই বিষয়ে সুমিত্রা দাস, স্বামী শংকর দাসের এজহার মূলে পশ্চিম থানা মামলার নম্বর-২০৬/২০২১, ভারতীয় নথুবিরি ৪৪১, ৩২৬, ৩০৭, ৩৪ ধারায় একটি মামলা নথিভুক্ত হয়। এজহারের বয়ান অনুযায়ী মূল অভিযুক্ত ছিল অভিরঞ্জন দাস, ললিত দাস, বুটন দাস, সুনীল দাস, অর্ঘ্যজি দাস, শ্যামল দাস, রামু দাস, টুনন দাস। উল্লেখ্যযোগ্য হলো পশ্চিম থানার কালার্স পুলিশ এজহারে লাল্টু দাসের না উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে লাল্টুকে ললিত বানিয়ে মামলা নথিভুক্ত করেছে। তাই আজও ইচ্ছাকৃতভাবে লাল্টু সহ কাউকেই পাকড়াও করছে না। পুলিশের একটি সূত্র দাবি করছে নেতা সজ্জন বাবুল-র চাপের কারণে পুলিশ তাদেরকে ধরছে না। পুলিশের বক্তব্য অনুযায়ী আক্রান্ত বিজেপি নেতা সঞ্জয় দাসের মা’র অভিযোগে স্পষ্ট, নেতা লাল্টু দাসের নাম উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও নেতা বাবুল-র চাপে এই ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ থানার তদন্তকারী অফিসার। এই ঘটনায় আর একবার পশ্চিম থানার অফিসার ইন চার্জ জয়ন্ত কর্মকারের ভূমিকাও সন্দেহজনক বলে পশ্চিম থানার পুলিশ দাবি করছে। তাই পুলিশের তামাষা বাহুবলী লাল্টু দাসকে পলাতক বলেও চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একদিকে আক্রান্ত প্রাক্তন বিজেপি নেতা সঞ্জয় দাস যখন একটি বেসরকারি হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে তখন মূল হামলাকারী বিজেপি বহিষ্ক বাহিনীর সদস্য নেতা লাল্টু মহাপ্রসাদ বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়রকে এসকর্ট করছে পুলিশের সহকারী হিসাবে। এদিন এই ঘটনায় মেয়রের ভূমিকাও প্রশ্নের মুখে এসে গেছে।

পুলিশের ভূমিকা অবশ্য প্রশ্নাতীত। বিজেপির সমর্থকেরাই ভাবছেন, এই পুলিশ কেমন পুলিশ? রাষ্ট্রপতির কালার্স পুলিশ আজ শাসক দলের লোকজনদেরই রক্ষা করতে পারছে না বিজেপির ঠ্যাঙ্গের বাহিনীর হাত থেকে। সে ক্ষেত্রে বিরোধী লোকদের নিরাপত্তার তো প্রশ্নই আসছে না। সে ক্ষেত্রে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কহীন সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? পাশাপাশি পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্নচিত্র দেখা দিয়েছে। পুলিশের একটি সূত্র দাবি করছে, জেলার এসপি এবং বিজেপির বাহুবলী নেতাদের কাজ থেকে শক্তি সম্বল করছে বলেই পশ্চিম থানার অফিসার ইন চার্জ জয়ন্ত কর্মকার আইনকে বৃদ্ধান্ত্রু দেখিয়ে এই ধরনের অবৈধ কাজ একরকম পর এক করে যাচ্ছে বলে পশ্চিম থানার সত্যনিষ্ঠ পুলিশ অফিসারদের দাবি।

জাতি-জনজাতির মায়ের মুখের ভাষা

● **আটের পাতার পর** কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না রাজ্যের জাতি-জনজাতির প্রাণের দুটি ভাষার একটি শব্দও। অর্থাৎ সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার এই আয়োজনে অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যায়নি রাজ্যের প্রধান দুই ভাষা বাংলা ও ককবরকার। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই যে স্থানীয় ভাষা দুটিকে এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্য তা স্পষ্ট। আর এটা শাসক দলের শিক্তিত ও সাংস্কৃতিক মনস্কর্ষের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে, প্রশ্ন উঠেছে সাংসদ কেন স্থানীয় ভাষাগুলি এড়িয়ে গেলেন? বহির্বিাজের সাংসদ ও মন্ত্রীদের এই বার্তা দিতেই কি যে ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীন সত্ত্বা বিশিষ্ট কোনও জাতি আর জীবিত নেই। রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষ মৃত জাতিসত্ত্বা নিয়েই টিকে আছে, এটাই কি জাতীয় স্তরে তুলে ধরতে চেয়েছেন সাংসদ? এই প্রশ্ন শিক্তিত সমাজের যা অতীব সঙ্গত। কারণ উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম ভারতবর্ষের যে রাজ্যেই এই জাতীয় এমনকী আন্তর্জাতিক স্তরের অনুষ্ঠান আয়োজনে দেখা যায় স্থানীয় ভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব ও সম্মান প্রশর্শন করে তবেই ইংরেজি হিন্দির ব্যবহার হয়। বাইরে থেকে আসা অতিথিদের স্থানীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় করানো হয়। অর্থাৎ নিজ নিজ জাতিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠার চর্চা হয়। কিন্তু এই রাজ্যের জাতি ও জনজাতি উভয়েরই দুর্ভাগ্য যে, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি তথা আজাদি কা অমৃত মহোৎসব উদ্যাপনে অদৃশ্য থাকলো তাদের প্রাণের ভাষা, মায়ের মুখের ভাষা। আর ভাষা বিনা কৃষ্টি সংস্কৃতি হল প্রাণহীন দেহ।

মামলা নথিভুক্ত করেনি থানা

● **তিনের পাতার পর** এলাকায়। রিক্‌র স্বামী গণেশ দাস বেশ কয়েক মাস আগে মারা যান। বিধবা এই মহিলার সঙ্গে এলাকার যুবক চিরঞ্জিৎ সরকারের সঙ্গে পরিচয় হয়। অভিযোগ, রিক্‌র চিরঞ্জিৎ সরকারের মা হতে চলেছেন। বিয়ের রিভ্রক্ত্রি দিয়ে রিক্‌কে অন্তঃসত্ত্বা করেছিল চিরঞ্জিৎ। আরও অভিযোগ, আর দু’মাস পরেই সন্তান প্রসব করার তারিখ পড়েছিল এবং বিধবায়। কিন্তু কিছু ত্বেই বিয়ে করতে রাজী হচ্ছিলেন না চিরঞ্জিত। অসম্মান প্রত্যেকদিনেই সবার টিকারি সহ্য করতে হতো স্বামীহারা এই মহিলাকে। শেষ পর্যন্ত চিরঞ্জিৎ অসম্মানিত আনেন শবুদার নামে। তিনি বিষয়টি রিক্‌র বাবার বাড়িতে জানান। তারা এসে রিক্‌কে বিব্রনগরের সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান। চিকিৎসাবীন অবস্থায় মারা যান রিক্‌র। সেখানেই মৃতদেহের ময়নাতদন্তও হয়। মস্তানতদন্তের রিপোর্টেই রিক্‌র অন্তঃসত্ত্বা থাকার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে উঠে।

অপূর্ব মেলবন্ধন’

● **চারের পাতার পর** পায়ের দাঁড় করানোর জন্য শুধু সরকারি চাকরি নয়, চাই আত্মনির্ভরতা। আজ রাজ্যে লাইট হাউজ, প্রজেক্ট, স্মার্ট সিটি, লর্জিস্টিক হাব, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের মতো প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। রাজ্যের উৎপাদিত পণ্য এখন দেশে বিদেশে রফতানি হচ্ছে। এতে রাজ্যের কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন। রাজ্যে এখন উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে ত্রিপুরা হয়ে উঠবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার। নতুন ভোরের সূর্যোদয় দেখছে ত্রিপুরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেবা ও সহায়তা পরিষদের সম্পাদিকা শান্ততা দাস। অনুষ্ঠান থেকে নিয়োগ হয়েছে। নব্যরূপ দেব’র চ্যালেঞ্জ বিজেপি মুখপাত্র সন্মেলনে স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি কতজন কর্মচারী সাড়ে ৫ বছরে নিয়োগ হয়েছে। নব্যরূপ দেব’র চ্যালেঞ্জ বিজেপি মুখপাত্র কোনো দিন সেই তথ্য সামনে তুলে ধরতে পারবে না। কারণ, সেই তথ্য তুলে ধরার মত সাহস বিজেপি নেতাদের নেই।

ছাঁটাই হয়েছে বেশি

● **চারের পাতার পর** ছাঁটাই করেছে। তারা আরও বলেন, সরকারের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য বিজেপি মুখপাত্র সাংবাদিক সন্মেলনে স্পষ্টভাবে বলতে পারেননি কতজন কর্মচারী সাড়ে ৫ বছরে নিয়োগ হয়েছে। নব্যরূপ দেব’র চ্যালেঞ্জ বিজেপি মুখপাত্র কোনো দিন সেই তথ্য সামনে তুলে ধরতে পারবে না। কারণ, সেই তথ্য তুলে ধরার মত সাহস বিজেপি নেতাদের নেই।

সঙ্গী ওমিক্রনও’

● **চারের পাতার পর** অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সফরের আগে রাজ্য সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল। তার মতে, তৃণমূল আতঙ্কে আছে রাজ্য সরকার এবং বিজেপি। তাই তারা বিভিন্নভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে রোখার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের সেই সব চেষ্টা কাজে আসবে না বলেও তিনি বেশ দৃঢ়তার সাথে জানান।

উত্তর তৈখমা

● **সাতের পাতার পর** করে উত্তর তৈখমা।উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, উত্তর তৈখমার সমীর নোয়াড়িয়া ৪ ওভার বোলিং করে কোন রান না খচক করে তুলে নেয় ৫টি উইকেট। এককথায় নজিরবিহীন বোলিং করলো সমীর। ৫টি উইকেট তুলে নেয় শিবা নোয়াড়িয়াও।

দিলো রাজবীর

● **সাতের পাতার পর** দাবা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত থাকলেন শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের কর্ধার রূপক সাহা সহ আন্যান্যরা।

রাজ্য দল

● **সাতের পাতার পর** জাতীয় দলে জায়গা করে নিতে পারবে। অল ত্রিপুরা স্টেুথ লিফটিং আসোসিয়েশনের তরফে সচিব নিখিল চন্দ্র দে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

ঘরে পৌছে যাক

● **তিনের পাতার পর** জনগণের উৎপাদিত আনারস বিদেশে রফতানি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ত্রিপুরা থেকে প্রায় ১২১ কোটি টাকার বিভিন্ন ধরনের পণ্য রফতানি হচ্ছে। রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির উন্নয়নে কাজ করছে।প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন পূরণে কাজ করছে সরকার। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আগামী ৪ জানুয়ারি আগরতলায় মহারাজ বীর বিক্রম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, করোনা অতিমারির প্রভাব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। ওমিক্রন নামে নতুন রূপে করোনা বিস্ফুড়ে অত্যন্ত সৃষ্টি করেছে। সৌভাগ্যের কথা আমাদের রাজ্যে এখনও ওমিক্রন সংক্রমণের ঘটনা ঘটেনি। তবে আমাদের সকলকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। শ্রীচক্রবর্তী সকলকে করোনার বিধিনিষেধ পালন করে চলার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্বোদ্যায় সামাজিক সংস্থার সম্পাদক নিতি দেব। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন মরিরমণগর শান্তি রানি ক্যাথলিক চার্চের ফাদার লিনাস। মুখ্যম

শান্তির বার্তা রাজ্যের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর। শান্তিই সমৃদ্ধি ও উন্নতি আনতে পারে। পবিত্র বড়দিনে শান্তির বার্তা জাতি জনজাতির মিলনস্থল ত্রিপুরার ঘরে ঘরে পৌঁছে যাক। শনিবার সদর মহকুমার মরিয়মনগরের শান্তি রানি ক্যাথলিক চার্চে ভগবান যীশুর জন্মদিনে বড়দিনের কেক কেটে এই কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার মৈত্রী বলেন, ভালো কাজের মধ্য দিয়ে সহজেই সংযোগ তৈরি হয়। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করলেই জীবন সুন্দর হয়। জীবনে সফলতার জন্য দরকার সঠিক পরিকল্পনা। মরিয়মনগরের শান্তি রানি ক্যাথলিক চার্চে বড়দিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ২১ জানুয়ারি রাজ্যে পূর্ণ রাজ্য দিবসের ৫০ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে

আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সাথে সাথে ত্রিপুরায় পূর্ণ রাজ্যের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। পূর্ণ রাজ্য দিবসের সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানেই ভিশন-২০৪৭’র রূপরেখা তুলে ধরা হবে। ২০২২ থেকে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত রাজ্যের আগামী প্রজন্মকে সঠিক দিশা দেখাতে রাজ্যে কি কি উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়িত হবে তা এই রূপরেখাতে থাকবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক অভিভাবকই চান তার সন্তান শ্রেষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠবে। অভিভাবকদের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতেই আগামী ২৫ বছরের কর্ম পরিকল্পনা নিয়েই ভিশন-২০৪৭’র রূপরেখা তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দেখানো দিশাতেই রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যের বিকাশে

কৃষিক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে কৃষকদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। রাজ্যে কৃষকদের আয় বেড়েছে। ২০১৭-১৮ সালে কৃষকদের মাসিক আয় ছিল ৬৫৮০ টাকা। ২০২০-২১ সালে কৃষকের আয় বেড়ে হয়েছে ১১,০৯৩ টাকা। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করতে রাজ্য সরকার সহায়ক মূল্যে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয় করেছে। চলতি বছরেও সরকার কৃষকদের কাছ থেকে ২০ হাজার মেট্রিক টন ধান ক্রয় করবে। প্রতি কেজি ধানের জন্য কৃষকরা পাবেন ১৯ টাকা ১৮ পয়সা। রাজ্যের প্রায় ২.৩৫ লক্ষ কৃষককে প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সন্মান নিধি যোজনার আওতায় আনা হয়েছে। এই যোজনায় কৃষকগণ বছরে ৬ হাজার টাকা করে পাবছেন। রাজ্যের জাতি জনজাতি অংশের ●**এরপর দুইয়ের পাতায়**

মহিলার উপর নির্যাতন চালানোর চেষ্টায় গণধোলাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৫ ডিসেম্বর। রাতের অন্ধকারে বাড়িতে ঢুকে মহিলার উপর নির্যাতন চালানোর চেষ্টায় অভিযুক্ত যুবককে আটক করে এলাকার জনগণ গণধোলাই দিয়ে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অভিযুক্ত যুবকের নাম সমীর সরকার (৩৪)। তার বাড়ি কমলাসাগর বিধানসভার দক্ষিণ মধুপুর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ সমীর সরকার এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে তার উপর নির্যাতনের চেষ্টা করে। ওই সময় মহিলা বাড়ি থেকে চিৎকার জুড়ে দেন। তিনি কোনরকমভাবে

অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেখানেও মহিলার পেছনে পেছনে ছুটে যায় অভিযুক্ত অটো চালক। ওই বাড়ির লোকজনও ঘরে ছিলেন না। তাই মহিলাকে আরেক বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানেও ছুটে আসে অভিযুক্ত। ততক্ষণে এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে তাকে আটক করে গণধোলাই দেয়। পরে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জানা যায়, গত কয়েকদিন আগে সেই মহিলার উপর তার কুনজর পড়ে। পরবর্তী সময় সেই মহিলা এলাকার জনগণকে সেই বিষয় অবহিত করেন। শনিবার রাতে মহিলার আশঙ্কার কথা সত্যি হয়ে গেল।

অভিযুক্ত বাড়িতে গিয়ে নির্যাতনের চেষ্টা চালায়। সেই মহিলার পক্ষ থেকে মধুপুর থানায় তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্ত সমীর সরকারকে মধুপুর থানার পুলিশ বর্তমানে থানার হোফাজিতে রেখেছে বলে জানা যায়। যদিও তার কচৌর শান্তির দাবি করেছে এলাকার জনগণ। একাংশে চুনোপুটি নেতা তাকে বাঁচানোর জন্য পু উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু পুলিশ এবং ওই এলাকার নেতাদের কোনরকমে পাক্তি দিতে নারাজ। তার কচৌর শান্তির দাবি করাচ্ছেন তারা। আগেও তার বিরুদ্ধে এরকম অনেক অভিযোগ উঠেছে বলে জানা যায়।

দুই কমিশনে এক বিচারপতি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর। মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের বাছাই নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলো। পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যানকেই মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানের দ্বৈত দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। বিরোধী দলনেতা সরকারের এখানে বিরোধিতা নিয়েই দেখা দিয়েছে নানান প্রশ্ন। তবে রাজ্যে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত আরও একজন বিচারপতি থাকতেও কেনই বা শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিকেই দুটি কমিশনের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই প্রস্তাবটি দিয়েছেন খোদ আইনসচিব বিশ্বজিৎ পালিত। রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের দুই সদস্যের মেয়াদ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। চেয়ারম্যানের মেয়াদও শেষ হওয়ার পথে। এই কারণেই তিনদিন আগে মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এবং দুই সদস্য বাছাই করতে বৈঠক করা হয়। বৈঠকে নিয়ম অনুযায়ী উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব, বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী এবং বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। মানিকবাবুর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী বৈঠকে আইনসচিবের কাছ থেকে একটি নাম প্রস্তাব দেওয়া হয়। নামটি হচ্ছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাসের। তিনি পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে বর্তমানে কর্মরত আছেন। কিন্তু

পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন এবং মানবাধিকার কমিশন দুটি আলাদা মেরুতে রয়েছে। পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে পুলিশ কোনও মানবাধিকার লঙ্ঘন করলে তা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা নেওয়া। অন্যদিকে, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখবেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান। বেশিরভাগ মানবাধিকার লঙ্ঘিত করছে পুলিশই। তাই পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশনের চেয়ারম্যান একই সঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব পালন করতে স্বভাবতই পারবেন। কিন্তু আইনসচিবের প্রস্তাবে বলা হয়েছে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি স্বপন চন্দ্র দাস একই সঙ্গে মানবাধিকার কমিশনের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু আইনসচিবের প্রস্তাবে বলা হয়নি রাজ্যে আরও একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ আদালতের বিচারপতি রয়েছেন। যার বয়স এখনও ৭০ বছর হতে বেশি কিছু সময় বাকি। প্রায় তিন বছর পর ৭০ বছর হবে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউবি সাহা। মানবাধিকার কমিশন এবং পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন দুটি সংস্থাই ভিন্ন মেরুতে অবস্থান করে। যিনি পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি দেখবেন তার পক্ষে মানবাধিকার কমিশন দেখা অবসরে যাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন এবং ১০ বছর ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি থাকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন

ইউবি সাহার নাম প্রস্তাবই দেওয়া হলো নাইকে। তার সঙ্গে কোনও কথাও বলা হয়নি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারকে বৈঠকে এ নিয়ে প্রশ্ন না তুললেও বিষয়টি সহজেই চক্ষু আড়াল করার মতো নয়। কারণ, ত্রিপুরায় পৃথক উচ্চ আদালত গঠিত হয়েছে ২০১৩ সালে। উচ্চ আদালত গঠনের পর রাজ্য থেকে নিযুক্ত দু’জন বিচারপতি অবসরে গেছেন। ২০১৬ সালে প্রথমে অবসরে যান বিচারপতি ইউবি সাহা, পরের বছর গুরুত্ব অবসরে যান বিচারপতি এসসি দাস। দু’জনের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি নয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ইউবি সাহা যখন দীপুবা উচ্চ আদালতের বিচারপতি হয়েছিলেন ওই সময় আইনসভা কর্তৃ পক্ষে ওনার কলেজিয়েট সচিবের দায়িত্ব পালন করেছিলেন বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এসসি দাস। যদিও বিচারপতি ইউবি সাহা ১০ বছরের বিচারপতি থাকার সময় তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। প্রয়াত আইনজীবী সুজিত দত্ত একবার একটি ইন্সপেক্টর মামলায় বিচারপতি ইউবি সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন। যদিও বিষয়টি পরবর্তী সময়ে উচ্চ আদালতে পরিষ্কার হয়ে যায়। মামলা রায়ের পক্ষে না যাওয়ার আইনজীবী সুজিত দত্ত বিচারপতি ইউবি সাহার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন বলে অভিযোগ উঠে। অবসরে যাওয়ার পর পুলিশ অ্যাকাউন্টেবিলিটি কমিশন এবং রাজ্য কনজিউমার ফোরামের দায়িত্ব সামলেছেন বিচারপতি

করোনায নতুন ৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর। বড়দিনে রাজ্যে নতুন করে ৬জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৫জনই পশ্চিম জেলার। একজন ধলাই জেলার। রাজ্যে ২৪ ঘট্টায় ২ হাজার ৬৭ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তার মধ্যে ৪২২ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। আরটিপিসিআর-এ তিনজন পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। শনিবার সন্ধ্যায় ২৪ ঘট্টার মিডিয়া বুলেটিনে স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে এই সময়ে ৬জনই করোনা মুক্ত হয়েছে। রাজ্যে এখনও ৫৩জন পজিটিভ রোগী চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এখন পর্যন্ত করোনানা আক্রান্ত ৮২৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে দেশে নতুন করে ৭ হাজার ৭৯জন আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন। ২৪ ঘট্টায় মারা গেছেন ৩৮৭ জন পজিটিভ রোগী। অন্যদিকে, ওমিক্রনের আতঙ্কে গোটা বিশ্ব নানা ধরনের সতর্ক নিতে শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই করোনার নতুন এই প্রজাতি দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়াও ইউরোপ, আমেরিকা এবং এশিয়ার বহু দেশে আক্রমণ শুরু করেছে। ওমিক্রনের আতঙ্কে সম্প্রতি সময়ের মধ্যেই গোটা পৃথিবীতে ৪ হাজার উড়ান বাতিল করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনা ভাইরাসের সংখ্যা আবার বাড়তে শুরু করেছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত নিউইয়র্কে। দ্রুত এই বাড়তি চেষ্টা নিয়ে এই রাজ্যে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা। ওমিক্রন আতঙ্কে এখন সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ছে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবাগুলিতে। এদিকে ১৫ থেকে ১৮ বছরের শিশুদের মধ্যে করোনার ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে নতুন করে। পেকেই। তিন জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে ভ্যাকসিন দেওয়ার কাজ শুরু হতে চলেছে বলে জানা গেছে।

জুয়ায় সর্বস্বান্ত বহু পরিবার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২৫ ডিসেম্বর। বাম কিংবা রাম আমলে পাচারকারী থেকে শুরু করে জুয়া কারবারিরা সর্বদাই সক্রিয়। দীর্ঘ বাম আমলে কমলাসাগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় জুয়া কারবারিদের আশ্রয়ালয় বেশ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার আসার পর কিছুটা কম দেখা গেলেও এখন নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে জুয়া কারবারিরা। এককথায় মধুপুর বাজার ●**এরপর দুইয়ের পাতায়**

মাঝরাস্তায় বাস, কমান্ডার, অটো দাঁড় করিয়ে

চালকদের মাস্তানিতে নাজেহাল ট্রাফিক দফতর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর। টিআর০৩১৪৮৮। একটি বাস গাড়ির নম্বর। তার পেছনে লেখা—ওবে দ্য ট্রাফিক রন্সল্‌স্‌। জিবি হাসপাতাল থেকে উদয়পুরের ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড এবং সেখান থেকে পুনরায় জিবি হাসপাতাল—প্রতিদিন এটাই রুট উক্ত বাসটির। শনিবার বিকেলে বটতলার মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে এই বাসের কন্ডাক্টর যখন হাত নেড়ে নেড়ে যাত্রী হাঁকছিলেন, তখন আদতে রাজ্যের ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি প্রশাসনকে তিনি যেন নির্দ্বিষ্ট একটি জায়গায় চড় মেরেছেন। এই বাসটির সামনেই ছিল টিআরটিসির সাদা-সবুজ রঙের আরেকটি বাস। জিবি থেকে বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার ওই বাসটির নম্বর টিআর০১সি১২৫৪। এই বাসের চালক ও কন্ডাক্টরও ডাম কোয়ার মনোভাব নিয়ে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়েই যাত্রী তুলেছেন। এই প্রথম এরা এমন করছে, বিষয়টি এমন নয়। দিনের পর দিন বটতলা অঞ্চলের এই চিত্র এখন শহর তথা রাজ্যবাসীর গা-সওয়া হয়ে গেছে। দাপটের সঙ্গে এদিন বটতলার পুরোনো টিআরটিসি সংলগ্ন রাস্তাটির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিল টিআর০১২৭৮০ নম্বরের একটি কমান্ডার। দাঁড়ানো ছিল টিআর০১বি২১৯৯ নম্বরের একটি অটো। দুর্গা চৌমুহনি থেকে জিবি ভায়া অভয়নগর রুটের একটি অটো সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো ছিল। একইভাবে মাঝরাস্তায় দাঁড়ানো ছিল টিআর০১জি৩৪৯। দাঁড়ানো ছিল টিআর০১জি২১৯২ নম্বরের একটি অটোও। এমন অনেকগুলো যানবাহন প্রতিদিন বটতলার পুরোনো টিআরটিসির সামনে

একেবারে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। বাস গাড়িগুলো পর্যন্ত মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠাতে থাকে। একটা বাসের পেছনে আরেকটি বাস, কখনও বাসের পেছনে একটি কমান্ডার বা অনেকগুলো অটো এসে পর পর দাঁড়িয়ে যায়। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সরকারি বাসভবন,

ফ্লাইওভারের নিচে প্রতিদিন শতাধিক যানবাহন বিভিন্ন সময় দাঁড়িয়ে থাকে। একেবারে মাঝরাস্তার উপরে, পেছনের বহু গাড়িকে না যেতে দেওয়ার রাস্তা করে যেভাবে ভিড় বাড়ে তা এক কথায় লজ্জাজনক। শহরে বিভিন্ন চৌমুহনি এবং ব্যস্ত রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশের তরফে কিছু নো-পার্কিং

কয়েকদিন বটতলাস্থিত পুরোনো টিআরটিসি অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সমাধানের উদ্যোগ নেন। কিন্তু সবই ঠুস আর ঠাস। শহরের একেকটা রাস্তার বেহাল দশা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্রাফিক অব্যবস্থা। সব মিলিয়ে নাজেহাল সাধারণ যাত্রীরা। সপ্তাহের প্রতিটি দিন



রাজ্য পুলিশের সদর কার্যালয় থেকে পায়ে হাঁটা কয়েক মিনিট রওয়ের একটি ব্যস্ততম রাস্তার উপরেই যখন প্রতিদিন এমন ট্রাফিক আইন অমান্য করার খেলা চলতে থাকে, তখন শহর জুড়ে ট্রাফিক ব্যবস্থার কি অবস্থা, তা আমাদের সকলেরই জানা। বটতলার ট্রাফিক দফতরের উপস্থিতিতেই প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে। সরকার বদলের পর টিআরটিসির চোয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন বর্তমান নিগম মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি

এর সাইনবোর্ড থাকলেও, ট্রাফিক কর্তারা সারা বছর ব্যস্ত থাকেন শুধুমাত্র বাইক আরোহীদের কাছ থেকে নগদ অর্থ উপার্জনে। বটতলা থেকে নাগেরজলা, নাগেরজলা থেকে সামান্য দূর পর্যন্ত যেভাবে প্রত্যেকদিন ট্রাফিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, তা রাজ্যে ট্রাফিক দফতরের উপস্থিতিতেই প্রতিনিয়ত অস্বীকার করে। সরকার বদলের পর টিআরটিসির চোয়ারপার্সন পদের দায়িত্ব পেয়েছিলেন বর্তমান নিগম মেয়র দীপক মজুমদার। তিনি

কিভাবে মাঝরাস্তায় একটি বাস গাড়িকে দাঁড় করিয়ে যাত্রী তুলতে পারে বাস চালক এবং কন্ডাক্টর মিলে তা একমাত্র ট্রাফিক দফতরই বলতে পারবে। অবাক করার বিষয় হলো, প্রতিদিন শ’য়ে শ’য়ে অটো, জিপ, কমান্ডার, বাস গাড়িগুলো নিয়ম ভাঙার খেলায় মত্ত থাকে কিন্তু দফতর কারোর বিরুদ্ধেই কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। আসলে এখানে যে রাজনীতির চোরা স্রোত, একথা কে না জানে! ট্রাফিক দফতরের ঘাড়োও বা কয়টা মাথা!

বিধবার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে মামলা নথিভুক্ত করেনি থানা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৫ ডিসেম্বর। ২৪ ডিসেম্বর ‘গর্ভপাত করাত গিয়ে বঙ্গনগরে মৃত্যু হলো বিধবার শীর্ষক খবরে পুলিশের পোয়াবানো। মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছিল ২৩ ডিসেম্বর। মৃত্যু হওয়ার দিন ময়নাতদন্তের জন্য মৃত বিধবা মহিলাকে হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়েছিল। পরের দিন অর্থাৎ ২৪ ডিসেম্বর বঙ্গনগর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমিত্রা দাসের তত্ত্বাবধানে ময়না তদন্তের কাজটি সম্পন্ন হয়। ময়নাতদন্ত করা চিকিৎসক থেকে জানা যায়, মৃত বিধবা মহিলা আটমাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। এই ঘটনা চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অন্তঃসত্ত্বা বিধবা মহিলার ভাই দীপঙ্কর সরকার পরবর্তী সময়ে জানতে পারে যে, কলসিমুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের রবীন্দ্র সরকারের কনিষ্ঠ পুত্র চিরঞ্জিত সরকার রিক্স

বিশ্বাসের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক ছিল। তার বাড়িতে সর্বদা আসা-যাওয়া করতো। রিক্সর প্রতিবেশী থেকে দীপঙ্কর জানতে পারে মৃত্যুর আগে চিরঞ্জিতের সাথে অবৈধ সম্পর্কের কথা বলে গেছে রিক্স নিজেই। জানা যায়, লোকলজ্জার ভয়ে অভিযুক্ত চিরঞ্জিত বিধবা অন্তঃসত্ত্বা রিক্সকে প্রচণ্ড চাপ দেয় গর্ভে ধারণ করা সন্তানটিকে ট্যাবলেট খেয়ে নষ্ট করার জন্য। ২৩ ডিসেম্বর সকালে প্রেমিক চিরঞ্জিত রিক্সকে ট্যাবলেট এনে দিলে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না করে খেয়ে ফেলে। এরপর থেকেই প্রচণ্ড ব্যথায় হাসপাতালে গিয়ে মৃত্যুর কোনো চলে পড়েন। মৃত্যুর পর চিরঞ্জিতের বাবা রবীন্দ্র মৃত বিধবার ভাই দীপঙ্করকে কুড়ি হাজার টাকা জরিমানা হিসাবে দেবে বলে কোনও এলাকা মধ্যম দিয়ে প্রস্তাব জানায়। কিন্তু কোন মতেই দীপঙ্কর রাজি হয়নি। এই ঘটনাটি যে বিয়ের প্রলোভন দিয়েই অভিযুক্ত চিরঞ্জিত

ঘটিয়েছিল বলে দীপঙ্করের অভিযোগ। এই ঘটনাটির বিবরণ দিয়ে ২৫ ডিসেম্বর কলমচৌড়া থানায় চিরঞ্জিত ও তার বাবা রবীন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। সংবাদ লেখা পর্যন্ত কলমচৌড়া থানা মামলা নথিভুক্ত করেনি। কি কারণে থানাব্যবস্থার মামলা নিতে অনীহা এ নিয়ে জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা গিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশ সঠিক তদন্ত করে করে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। নাকি অন্য আরো কয়েকটি ঘটনার ন্যায় মামলা ধামাচাপা দিয়ে নিষ্পত্তি হয়ে যায়। লোকলজ্জার ভয়ে ৮ মাসের সন্তান নষ্ট করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে এক বিধবার। তার নাম রিক্স বিশ্বাস (২৬)। স্বামীর মৃত্যুর পর এই তরুণী অন্তঃ সত্ত্বা হয়েছিলেন। এই ঘটনা কলমচৌড়া থানার বঙ্গনগর আইটিআই কলেজের কাছে কলসীমুড়া ●**এরপর দুইয়ের পাতায়**

প্রান্তিক উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর। দেশোমুক্ত হতে কোন সংশোধনাগারে যেতে হয়না। মায়েদের প্রচেষ্টা থাকলে ছেলেমেয়েদের নেশা থেকে দূরে রাখা যায়। শনিবার আগরতলা প্রান্তিক ক্লাবের ৫ দিনব্যাপী প্রান্তিক উৎসব-২০২১’র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এ কথাগুলি বলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী, পূর্ববোদ্যা সামাজিক সংস্থার সম্পাদক নিতি দেব সহ অন্যান্যগণ। প্রান্তিক উৎসব-২০২১’র উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব আরও বলেন, দেশ পরিবার ও সমাজকে ধ্বংস করছে। যুব সমাজকে এই সর্বনাশ পথ থেকে মুক্ত রাখতে পারেন মহিলারা। মহিলারা পারেন দেশোমুক্ত সমাজ গড়তে। তিনি বলেন নেশার হাত থেকে বাঁচতে হলে ড্রাগনের হেঁদে নষ্ট করতে হবে এর উৎস ধ্বংস করতে হবে। এই কাজে তিনি ক্লাব ও মহিলাদের সহায়তা কামনা করেন। এই কাজে মহিলাদের পাশাপাশি ক্লাবগুলিকেও অগ্রণী

ভূমিকা নিতে হবে। সুস্থ পরিবার ও সুন্দর পরিবার গঠন করতে হলে দেশোমুক্ত পরিবার গঠন করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজকে

ক্লাবকে আগামী ১ বছরের মধ্যে দেশোমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, রাজ্যের উন্নয়ন সঠিক গতিতে

ত্রিপুরা। তিনি ক্লাব ও সংস্থাগুলিকে আরও বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন



সুস্থ মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে শিশুদের প্রতিভারও বিকাশ ঘটাতে হবে। এই কাজেও ক্লাবগুলিকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব প্রান্তিক ক্লাব সহ বনমালীপুর এলাকার ৭টি

এগিয়ে যাচ্ছে। অনুষ্ঠানে বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বলেন, পরিবর্তনের ত্রিপুরায় যে গতিতে উন্নয়ন কাজ এগিয়ে চলছে তাতে রাজ্যের জনগণের রোজগার বেড়েছে। আত্মনির্ভর হয়ে উঠছে

প্রান্তিক ক্লাবের সভাপতি ডা. প্রদীপ ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সহ সভাপতি কল্পনা ভৌমিক। প্রান্তিক মেলা-২০২১ উপলক্ষে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে ১৮ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

সাপ্তাহিক রাশিফল

২৬শে ডিসেম্বর হতে ১লা জানুয়ারি

ସା ୩		ସା ୨୭
		ସା ୨୨ ୩ ୨୨ ୩ ୨୨
୩ ୨୨		ସା ୨୨ ୩ ୨୨ ୩ ୨୨ (୩) ୨୨

పరిశీలించినందుకు ధన్యవాదాలు. Email ID - sunildasbaran4995 @gmail.com.

সিহ্নে রাশি ঃ রবিবার – সন্তানগণ বাধা থাকবে। তাদের মনোবল অনেকও বাড়াবে। শিক্ষণীয় যোগ্যতায় কোন প্রতিবন্ধকতা হবে না। উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। (সোম ও মঙ্গলবার) – সিজন্মাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন রোগ ব্যাধি চাঙ্গা হয়ে উঠবে। চিকিৎসা সক্রান্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। শরীর স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় কোন কাজে মন বসবে না। বুধ ও বৃহস্পতিবার – বিবাহ কার্যে আকস্মিক বাধা এসে বিবাহ পণ্ড করলে দিতে পারে। ব্যবসা বাণিজ্যে এমন কোন অগ্রেতি পরিলক্ষিত হবে না। পরিবারস্থ লোকের সহিত ভ্রম যোগ আছে। শনিবার – দিন দুটিতে শিশ্বহলে শাসনা করতে পারেন। চোর, চিটিবোজ বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মননে থেকে লিভার থাকাই বা স্বপ্ননীয় হবে। চরিত্র, ঘটকা জুয়ায় বিনিয়োগ না করাই ভাল হবে। ভাগ্যের মান ৬৩ শতাংশ।

সিহ্নে রাশি ঃ রবিবার – পারিবারিক বাস্তবতা কোন বস্তু পোষকের সহযোগিতায় মিটে যাবে। মায়ের চিকিৎসা ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল পাবেন। শোম ও মঙ্গলবার – সন্তানদের শিক্ষায় পৌঁছাব বেশি হবে। তাদের উচ্চশিক্ষার দ্বার খুলবে। আপনি আপনার কর্ম ও ব্যবসায় পূর্ণ ফল পাবেন। ক্রম ও মনোবল বড় কোন সুযোগ আসতে পারে। বুধ ও বৃহস্পতিবার – শরীর স্বাস্থ্য বিশেষ ভাল না থাকায় কোন কাজে মন বসবে না। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়তে যানবাহন চলাচলে সাবধানতা অবলম্বন করুন। আগ-উপার্জন কম এবং খরচের লাগ-উপার্জন চাপ থাকতে পারে। শুক্র ও শনিবার – বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের দৈনন্দন স্থিরীকৃত হবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলোম দশ দর্শন হবে শুভ। ফেল, রোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ শুভ ফল পাবেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

সিহ্নে রাশি ঃ রবিবার – গৃহে অমিত্র শিমাগম হতে পারে। ভাই-বোনদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। আনার সুবাস-মশ বাড়বে। গৃহে কলহ নিবাস উৎকট উৎকট বামোলা ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। মায়ের শরীর স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে উঠতে পারে। (সোম ও মঙ্গলবার – বিদ্যা শিক্ষার ত্রিভীরের জন্যে সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনোবল অনেকও বাড়াবে। যোগ্য কর্ম বা উচ্চশিক্ষার বিদেশ গমনে সুযোগ আসবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার – সিজন্মাল রোগ ব্যাধির সাথে পুরাতন ক্রোনিক ব্যাধি চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে। দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন। তীব্র প্রবল বান্দা চালানো অসুবিধা থেকে আনতে পারে। শুক্র ও শনিবার – বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথা পাকাপকি হবে। উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপিত হবে। ব্যবসায় শুভ। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

সিহ্নে রাশি ঃ রবিবার – দন উৎকট রশ্মির সুবর্ণ সুযোগ আসতে পারে। পাওনা টাকা আদায় হতে পারে। পিতা মাতার থেকে পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। সোম ও মঙ্গলবার – ভাইবোন আত্মীয়-পরিজনের সাথে মেলবন্ধন হতে পারে। হারানো বস্তুদ্ধ ও ভাঙ্গা প্রেম জোড়া লাগানো সম্ভব হবে। বুধ ও বৃহস্পতিবার – গৃহে কলহকারী পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। দীপ্তা সুখ শান্তি বজায় রাখতে জীবন সাধার মতামতে প্রবৃত্ত দিন। বাণিজ্যিক সফল লাভদায়ক হবে। শুক্র ও শনিবার – সন্তানদের কৃষিয়ার, অযোগ্য ও স্বাস্থ্য বিষয়ে দৃষ্টিভ্রান্ত অসংকট কমবে। কর্ম ও ব্যবসায় বড় কোন সুযোগ আসতে পারে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

সিহ্নে রাশি ঃ রবিবার – মনোবল

অর্থল ও সুনাম-যশ বাড়বে।
দুর্ভোগের মাঝে কেটে গিয়ে
সুদীর্ঘের নাগাল পাবেন। সোম ও
মঙ্গলবার— ধন উপার্জনের সকল
পন্থাই খুলে যাবে। ব্যবসায় ধন্যমান
হবে। দীর্ঘ দিনের আটকে থাকার
বিস্তারিত পাবে। হারানো
প্রেম ও বন্ধুত্ব জোড়া লাগানো
সত্ত্ব হবে। বৃথ ও বৃহস্পতি— গৃহে
অসুস্থি বিষমগম হতে পারে।
ভাইবোনের সাথে প্রীতির বন্ধন
রচিত হতে। কর্মে সুনাম-শ্রুতি
ও পদোন্নতির পথ সুগম হবে। শুক্র
ও শনিবার— কলং বিবাদ, উৎকট
উৎকট বামোলা ও অপ্রীতির
ঘটনা লেগেই থাকতে পারে।
বাণিজ্যিক সফল লাভ দায়ক
এমনকী সফরকালীন বন্ধুত্ব অটুট
থাকবে। ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ
কাজ রাশি ও রবিবার— ব্যর্থ
দৃষ্টিভঙ্গি, মুখ-বিবাক, দুর্দশ
সম্মানভালে সংগঠিত হতে পারে।
আয় বুঝে ব্যয় করুন নতুবা সঞ্চয়ে
হতে পড়বে। সোম ও মঙ্গলবার—
মানোবল, জনবল, অঙ্গবল ও
সুনাম-যশ বাড়বে। গৃহে অতিথি
সম্মান হতে পারে। রাগ ক্ষেপ
অসংকার বেশী করে পরিস্রব
মিতব্যয়ী ও কর্ণকীর্ণ হলে প্রচুর
উন্নতি করতে পারবেন। বৃথ ও
শনিবার— আপন ক্রমায়
উন্নতি করাই চলবে। চতুর্দশ
থেকে উন্নতি পরিলক্ষিত হবে।
প্রেম, বোমাঞ্চ, বিনোদন ভ্রমণ
ও শু ফল দেবে। দীর্ঘদিনের
আটকে থাকা কাজে সফলতা
পাবেন। শুক্র ও শনিবার—
ভাইবোনের সাথে কলং বিবাদ
মিটে যাবে। মামলা মোকদ্দমার
রাগ পক্ষে আসবে। হারানো
সম্পদ সম্পৃক্তিরে পাওয়ার রাস্তা
খুলবে। ভাগ্যের মান ৭৫ শতাংশ
কাজ রাশি ও রবিবার— পাণ্ডা
টাকা আদায় হবে। আটকে থাকা
কাজে সফলতা পাবেন। ব্যবসায়
সোমের মুখ হতে পারে।
আলো ও মঙ্গলবার— ব্যবসায় মন্দা
কর্মে হয়রানিমূলক দূর বলিহ হতে
পারে। কোন ব্যস্ক লোকের শরীর
স্বাস্থ্য ব্যাপক হয়ে পড়তে পারে।
দূর থেকে কাজে অগ্রগতি হবে।
হতে পারে। বৃথ ও বৃহস্পতিবার—
আপনার মনোবল, অর্থল ও
সুনাম-যশ বাড়বে। গৃহে অতিথি
সম্মান হতে পারে।
প্রেমিক-প্রেমিকা প্রেমের স্বীকৃতি
প্রাপ্তি ও অংশীদারের
কাজ থেকে সহযোগিতা পাবেন।
শুক্র ও শনিবার— ভূমি সংক্রান্ত
বামোলা মিটে যেতে পারে। শক্ররা
আপনার ইমেজ নষ্ট করতে পারেন।
ব্যবসা বাণিজ্যে শু শু ফলের আশা
করতে পারেন। ভাগ্যের মান ৭০
শতাংশ।
বৃহস্পতি রাশি ও রবিবার— বেকার
যুবক-যুবতিরের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ
আসবে। কর্মে সুনাম-যশ বাড়বে।
ব্যবসা শু শু ফল পাবেন। সোম
ও মঙ্গলবার— যে কাভেই হতে
দেবেন কর্ম-বেশি সফলতা বেধ
পাবে। পাণ্ডা টাকা আদায় হবে।
আটকে থাকা কাজে অগ্রগতি হবে।
বাড়িতে কোন অশ্লিষ্ট অশুভ
হতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয়
বৃদ্ধি পোতে পারে। বাড়িতে কোন
ব্যস্ক লোকের শরীর স্বাস্থ্য ব্যাপক
হতে পারে। শুক্র ও শনিবার—
মনোবল, অর্থল ও সুনাম-যশ
বাড়বে। প্রেম, বোমাঞ্চ, বিনোদন
শু শু ফল দেবে। বিবাহ
যোগ্যদের বিবাহের দিনক্ষণ
স্বস্তিকঙ্ক হবে। ভাগ্যের মান ৬৫
শতাংশ।
ধর্ম রাশি ও রবিবার— ভাগলক্ষ্মী
প্রসন্ন হয়ে সফলতা আপনার কাছে
এসে ধরা দেবে। যে কাভেই হতে
দেবেন কর্ম-বেশি সফলতা বেধ
পাবে। সোম ও মঙ্গলবার— বেকার
যুবক-যুবতিরের কর্মপ্রাপ্তির রাস্তা
খুলবে। কর্মে সুনাম-যশ ও
পদোন্নতির রাস্তা খুলবে। শক্রের

আজ রাতের ওষুধের দোকান
শংকর মেডিকেল স্টোর
৯৭৭৪১৪৫১৯২

অন্যদেহে দুই ভ্রমণ হতে পারে। সপরিবারে কাছেপািছে ভ্রমণ হতে পারে। বৃথ ও বৃহস্পতিবার— পাওনা টাকা আদায় হবে। চারদিক থেকেই সফলতা বোধ হবে। গৃহে অতিথি সন্মান্য হতে পারে। গৃহবাসী, সুসাগর ও যানবাহন ক্রয়ের সুযোগ আসবে। শুক্র ও শনিবার— বাবসায় দমা, কর্মে হয়নি। মূলক বদলি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। চলাফেরা ও যানবাহন চলাচলে সতর্কতা অবলম্বন করবে। বৃথ-বৃহস্পতিবার— বৃথ-বৃহস্পতিবার— কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত শুভ সুবাদ পেতে পারেন। কর্মে শক্তিমূলক আদেশ প্রত্যাখ্যান হবে। বেকার যুবক-যুবতিরা কর্মপ্রাপ্তির সমান পাবেন। শুক্র ও শনিবার— আন্নার উন্নতির থাকবে। উন্নতি থাকবে। শুক্র বার্তা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেম, রোমাঞ্চ, বিবাহ, ভ্রমণ শুভ ও সুদূরপ্রসারী হবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

কুস্ত রাশি : রবিবার— বিবাহ যোগ্যদের বিবাহের কথাবার্তা। অনেকদূর এগিয়ে যাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে আলো মুখ দর্শন হবে। সোম ও মঙ্গলবার— শুভাশুভ মিশ্র ফল প্রায় করবে। যেমন আয় তেমন ব্যয় সম্পদে খাত থাকবে। শূন্য। ভ্রমণকালীন সতর্কতা অবলম্বন করুন। চোর, চিটিবাজ ও অজ্ঞাত পাটি থেকে সাধনাতা অবলম্বন করুন। বৃথ ও বৃহস্পতিবার— ভাগ্যের রাখ খুলে যাবে। হাত বাড়ালেই সফলতা বোধ হয়ওয়ার মনে আন্দাজগুরু। শিক্ষা বা বাবসার উদ্দেশ্যে যুব ভ্রমণ হতে পারে। সপরিবারে কাছেপািছে ভ্রমণ হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— কর্মক্ষেত্রে শান্তি ও সুস্থিতি কিংগে পাবেন। কর্মে শান্তি মূলক আদেশ প্রত্যাখ্যান হবে। কর্ম বা ব্যবসায় শুভ ফলের আশা করতে পারেন। ভাগ্যের মান ৬৫ শতাংশ।

মীন রাশি : রবিবার— সিজ্যনাল মীন ব্যাধির সাথে পুরানো রোগ ব্যাধি বৃদ্ধি পেতে পারে। চিকিৎসা সক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার— কোম ব্যবসায়িকের সাথে বিবাহের আলোচনা এগিয়ে যেতে পারে। প্রেমীয়গণ প্রেমের স্বীকৃতি পাবেন। নতুন প্রেমও বৃদ্ধ শুভ বলে বিবেচিত হবে। বৃথ ও বৃহস্পতিবার— আপনি ভাগ্যলব্ধ কৃপা পাবেন। যে কাছেরই হাত দেনেক কম-বেশি সফলতা বোধ হবে। ভ্রমণ বাস্তবায়িত হবে। গৃহে অতিথি সন্মান্য হতে পারে। শুক্র ও শনিবার— বেকার যুবক-যুবতদের কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা পাবে। ব্যবসা বাণিজ্যে নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। কর্মক্ষেত্রে রাস্তা-সন্মান, শ্রম ও পদোন্নতির আশা খুলবে। ভাগ্যের মান ৭০ শতাংশ।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
 **7085917851**

ষুধের দোকান
কেল সেটার
৩৫১৯২

প্রতি ছাত্র পিছু
খরচ হবে ৫
থেকে ১০ হাজার

ভাড়াবাদা কলম প্রাভানার, আগরতলা ২৫ ডিসেম্বর। রাজা সরকারের বিন্দ্যাজ্যোতি প্রকাশের অন্তর্ভুক্ত ১০০টি বিন্দ্যায়ের ছাপাশিল্প করতে হলে প্রত্যেক ছাপাশিল্পে বছরে ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা খরচ হবে। আর সেই টাকা শনিবার করতে হবে ছাত্রছাত্রীকে। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনের এননুইটী আশঙ্কা বাজ় করেছেন বাম সমর্থিত শিক্ষক সংগঠনের নেতারা। ত্রিপুরা সরকারি শিক্ষক সমিতির (ইউজিবি রোড) শিক্ষক নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে রাজা সরকারের গৃহীত সরকারের সমস্যাগুলো করেন। তাদের মন্তব্য, গ ৪০ বছর রাজা বিন্দ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু তর্ভমান সরকার বিন্দ্যাজ্যোতি প্রকাশের নামে শিক্ষাকে বৈতনিক করতে পারে না। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত ১০০টি বিন্দ্যায়ের পড়াশোনা করতে হবে ছাত্রছাত্রীকে ১ টাকা ও খরচ করতে হবে না বলে শিক্ষামন্ত্রী আগে দাবি করেছিলেন। কিন্তু পরে ক্ষমতাস্বত্ব থেকে ১৫ পুঠার যে ছাত্রছাত্রীকে হাতে নিয়েছে তাতে তাহলে গেছে ছাত্রছাত্রীকে খরচ থেকে টাকা নেওয়া হবে। ১ হাজার টাকা করে পরিকাঠামোগে উন্নয়ন বাবদ টাকা নেওয়ার কথা উঠেছে। আবার রাজা সরকার দুটি স্তরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই শিক্ষকের জন্য টাকা চেয়েছে। শিক্ষক সংগঠনের প্রশ্ন, যদি কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ বরাদ্দ করে থাকে তাহলে ছাত্রদের কাছে পরিকাঠামোগে উন্নয়নের জন্য চেয়েছে কেন অর্থ নেওয়া হবে? টিটিজিটির নেতারা জানান, রাজা সরকারের ২৪৬ কোটি টাকা চেয়েছে গ্রামাঞ্চল এলাকার ৫৮টি বিন্দ্যায়ের পরিকাঠামোগে উন্নয়নের জন্য। সেই সাথে শহরগুলোর ৪২টি বিন্দ্যায়ের পরিকাঠামোগে উন্নয়নের জন্য ১০৫ কোটি ১ লক্ষ টাকা চেয়েছে। তারা আরও জানান, বিন্দ্যায়ের গুলি যদি সিবিএসইর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষিক বাবদ অনেক টাকা দিতে হবে অভিভাবকদের। তাদের হিসেব অনুযায়ী প্রতি বছর ছাত্রছাত্রী ৫ থেকে ১০ হাজার টাকা দিতে হবে।

● এরপর দুইয়ের পাড়ায়



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগপতলা, ২৫ ডিসেম্বর। স্বামী
শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতীর প্রতি শ্রদ্ধা
জ্ঞাপন করলো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ।
১৯২৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর তিনি
প্রয়াত হয়েছিলেন। এদিন সিটি
সেন্টারের সামনে বিশ্ব হিন্দু
পরিষদের কার্যকর্তারা একত্রিত
হয়ে প্রয়াতের প্রতিকৃতিতে
মালাদান করেন। কার্যকর্তারা
জানান, শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী ছিলেন



প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সফর বানচালের চেষ্টা হেছিল বলে সরকার জানিয়ে দিয়েছে নতুন বছর ওমিড্রন মোকাবেলার জন্য পুনরায় সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সরকারে তৃম্মলু নেতা সুবল ভোমিক। তিনি

মন্ত্রী সেই ভবিষ্যদবাণী করেছেন।
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যে আস-
থেকে করোনা এবং ওমিক্রনের না-
করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ভৌমিকের প্রশ্ন, রাজ্য সরকার কি
আসবে? যদি করোনার আতঙ্ক
করা হচ্ছে না কেন? কেন আমবা-
আয়োজন করা হয়েছে? সুবল
দিচ্ছেন তিনি যেন আমবাসার
সংবাদিক সম্মেলনে সুবল ভৌ-
সিতে চেয়েছেন কিভাবে আগের

‘রক্তদান হচ্ছে এক অপূর্ব মেলবন্ধন’



আগরতলা পুর নিগমের মেয়র
দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন
নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা,
পুলিশি দায়বদ্ধতা কমিশনের

চেয়ারপার্সন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি
স্বপন চন্দ্র দাস, জনজাতি কল্যাণ
দপ্তরের অধিকর্তা ডা. বিশাল কুমার,
রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী

জ্যোতিরানন্দ মহারাজ, শিক্ষাবিদ
পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী, সেবা ও
সহায়তা পরিষদের সভাপতি পীযুষ
কান্তি সরকার প্রমুখ। রত্নদান

বৈদেশিক প্রথা অতিরিক্ত ভাষণে
বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী
সমুদ্রপ্রথমে ভগবান যীশুখ্রীষ্ট
ও ভারতবর্ষ প্রয়াত আট বিহারী
বাজপেয়ীর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞান
করেন। তিনি বলেন, প্রভু যীশু
আমাদেরকে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতা
শিখিয়েছেন। প্রয়াত প্রাক্তন
প্রধানমন্ত্রী আট বিহারী বাজপেয়ীর
উচেস্টান্তেই পিছিয়ে পড়া
প্রচুর-পূর্বাপেক্ষ আত্ম অনেক মন
এগিয়ে গেছে। তিনি বলেন, আগে
সমস্যা ছিল রক্ত দিলে শরীর দুর্বল
হত। শরীরের দুর্বল হতো। সেটা
ছিল অত্যধার ধারণা। ক্ষেত্রী রক্তদানে
বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও
যুবাবা এখন এগিয়ে আসছেন।
তিনি বলেন, প্রথমমন্ত্রী নরেন্দ্র
মোদি ও রাজেশ্বর মুখার্জী বিশ্ব
কুমার দের আত্মনির্ভর ভারত ও
আত্মনির্ভর হিন্দু গড়ার স্বপ্ন
দেখছেন। তাই ত্রিপুলাকে নিয়ে
এদের দুইয়ের পাতায়

বিজেপির' অটল স্মরণ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। দেশের
প্রধান প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল
প্রসাদ বাজপেয়ীর জন্মদিন পালন
করে বিজেপি। এদিন দলের প্রদেশ
কার্যালয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হয়।
এদিন ছিল অটল বাজপেয়ীর
বাজপেয়ীর ৯৭তম জন্মদিন। দলের
সর্বস্তরের নেতারা দলীয় অফিসে
এসে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর

প্রতিকূতে পুস্পার্থ অর্পণ করেন। দিনটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দলের প্রদেশ সভাপতি মানিক বাবু বলেন, প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী সারাজীবন মানুষের জন্য কাজ করেছেন। তার সেই ভাবনাকে সম্মান জানাতেই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী দেশগুলির

সাথে প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ী সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তার জন্মদিনটিকে সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করলে বিজেপি। আগামী দিনেও দল তার দেখানো পথ অনুসরণ করবে বলে জানান দেশে সভাপতি। এদিনের কর্মসূচিতে প্রচুর সংখ্যক নেতা- কর্মীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
চড়িলা, ২৫ ডিসেম্বর। ২০১৯
সেদেরমা ৫ম দুই নম্বরী এনসি
জমাতীয়ার উপস্থিতিয়া
জম্মুইজলা ব্লকের পড়াপত্র
ভিজিটোজ এনকোম মডেল
রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের ভিজিটর
স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত
সেই স্কুল নির্মাণের কাজ শুরু হয়নি।
কয়েক বছর কেটে গেলেও স্কুল
এখনও কাজ শুরু হতে চা কেউই
বলতে পারছেন না। অথচ এ
সারকার সরকার এবং মন্ত্রীর বলে
বেড়ান মনু সারকার আস্তা পর
শিক্ষার মনু উয়ানের জন্য বিভিন্ন
জমুমুইজলা গ্রহণ করা হয়েছে।
একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় গড়ে
চা উঠলেও তারিখ ভিত্তিক
স্থাপনকে চালাও হলের প্রচার
করছেন। কিন্তু কবে সেই সব
বিদ্যালয় গড়ে উঠবে তার কোনো
কথা নেতাদের মুখে শোনা যায় না।
জম্মুইজলা এলাকার নাগরিকরা



বিশ্বালোকের নির্মাণ কাজ শুরু হলে যে ভায়াগায় ভিত্তিস্তর স্থাপিত হয়েছিল এখন সেখানে আগাছা ছড়িয়ে গেছে। যদি শিয়ান কাজ শুরু না হয় তাহলে কয়েক মাসের মধ্যে আগাছায় ঢাকা পড়বে এবং ভিত্তিস্তরটিও টিআরএফ। তারা রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে আবাসিক বিশ্যালোকের নির্মাণ কাজে যেন দ্রুত শুরু হয়। নির্মাণ কাজ শুরু হলেই যে পুঙ্ক হয়ে যাবে অন্য। কাজে কবরার শুরু হলে শেষে কয়েক বছর সময় লেগে যাবে। তাই দাবি উঠছে কাজ শুরু হতে পুঙ্ক হয়। তা না হলে বিষয়টি হাসির খোরাকে পরিণত হবে। এখন খেবেই তুমাকার নাগরিকরা সরকারের এতকি নিয়ে ব্যবসা, বিক্রপ শুরু করে দিয়েছে। আর বিরোধীরা এখনও চুপ থাকলেও ভবিষ্যতে তারা যে আন্দোলনে সোচ্চকি ইস্যু করবে না তা বলার সুযোগ নেই।

শ্রদ্ধা নতুন নিয়োগের চাইতে
ছাঁটাই হয়েছে বেশি



একাধারে শিক্ষাবিদ, আইনজীবী। তিনি আর্থ সমাজের জন্য কাজ করেছিলেন। খোদ ড. বি.আর. আবেদকর বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে শ্রদ্ধানন্দ সরস্বতী ছিলেন অস্পৃশ্যতার প্রতীক। গত ২৩ ডিসেম্বর তার মৃত্যু দিবস হলেও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সারা দেশব্যাপী ২৩ থেকে ২৫ ডিসেম্বর এই কর্মসূচি পালন করেছে। রাজ্যের কর্মসূচি সংগঠিত হয় শনিবার।

রাজত্যাগের পর রাজা প্রতীপনীর, আগন্তবলী, ২৫ ডিসেম্বর।। রাজে নুতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নুতন নিয়োগের আইনে বেশি সংখ্যক কর্মী ছাঁচী হয়েছেন। দাবি করেছেন বাম যুব নেতারা। শনিবার মেলামাঠস্থিত ছাত্র যুব ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিকি হন রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীরা, রাজ্যের বিজেপি নেতারা, দেব, পলাশ জৈন। বিজেপির মুখপাত্র সুভাষা জলবতী সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেছেন রাজ্যের বিজেপি ভরিশন ডকুমেন্টে ৫০ হাজার চাকরি রাখা থায্য হয়। তিনি এও দাবি করেছেন, রাজ্যে নুতন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর রেকর্ড সংখ্যা মন্যপাত সুই এবং বেকুট নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি বিজেপির সেই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন বাম যুব নেতারা। রাজ্যের বিজেপির দেবের বক্তব্য, টেপ পরীক্ষা ছাড়া রাজ্য সরকার গত সাড়ে ৩ বছরে ১ হাজারও নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেনি। বরং তাদের সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তাকে কর্মী ছাঁচী হয়েছে। বাম নেতারা নতুন চাকরা বলেন, বিজেপির বার্ষিক চুক্তিতে বিজেপি বাজেটের খাতিয়ে দোষ চাপানো স্ট্রেী করেছে। তারা বিজেপির সামাজিক মাধ্যম

যে-কোন পুরোনো প্রত্নশ্রতিগুলি মুছে ফেললেও রাজাবাসী কিছুই ভুলে যায়নি। বিজেপির ২০১৯ সালে নির্বাচনের সময় যেন প্রত্নশ্রতি দিয়েছিল সেগুলি রাজবাসীর মনে গেঁথে গেছে। তারা আরও বলেন, বিজেপির যতই নিজদের প্রত্নশ্রতি তুলেছিল, সে-বা যুববার আরও তত্ববশত, সেই সব প্রত্নশ্রতি মনে রাখারের সামনে পুনরায় তুলে ধরবে। তারা যত ছোট অক্ষরে প্রত্নশ্রতিগুলি লিখে ছড়িয়ে দেবে, বাম যুববার আরও বড় হাফে সেইসব প্রত্নশ্রতিগুলি লিখে ছড়িয়ে দেবে। এক কথায় এদিনের সাবাবাদি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিজেপির সবকিছু কথার পালাটা নির্দিয়েছে বাম যুব নেতারা। তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন বিজেপির নেতারা যতই নিজদের দেওয়া প্রত্নশ্রতি এখন ভুলে যান না কেন, রাজবাসী কিংবা বাম যুব কর্তৃক তাদের সেইগুলি সব সঠিকভাবে দেখে। সাবাবাদি সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বিজেপির বাম যুব নেতারা দফতর ভিত্তিক হিজব তুলে ধরেন, কেথায় হিজব কীভাবে নতুন সরকার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

তাও বলার সুযোগ নেই।

২৫ ডিসেম্বর।। এর আগেও তৃণমূল
অভিযেক বন্দোধ্যাধ্যায়ের রাজ্য
অভিযোগ। ফের একদল অভিযেক
রাজ্যে আসছেন। এরই মধ্যে রাজ্য
প্রথম দিন থেকেই করানা। এবং
অনিযেক কার্যকর করা হবে। শনিবার
এই ঘোষণা নিয়ে একদল বছরেক
সংকর বলেন, অভিযেক আসছেন
একই রাজ্যে আসছে। রাজ্যের
নিন ভোমিক বোঝাতে চেয়েছেন
নিন বলেই সরকার নতুন বছরেক শুরু
বিধিনিষেধ কার্যকর করছে। যাতে
সুচিাতে বাধা দেওয়া যায়। সুদল
বাজে অনুযায়িতই ওভিক্র
কর তাহলে অন্যই ব্যবস্থা গ্রহণ
যাওজাভিকা অমৃত মহাৎসবের
মিক মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বার্তা
উৎসব বাতিল করেন। এদিনের
পুনরায় সবাইকে মনেক করিয়ে
একদল দুইয়ের পাতায়

ধাপটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে থেকে ৯ সংখ্যটির একবারই ব্যবহার করা যাবে। মাটি ও X ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাপটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ০৮৬ এর উত্তর

২	৭	৮	১	৫	৬	৭	৪
৭	১	৪	৩	৬	৭	৫	২
৬	৮	৫	৭	২	৪	১	৩
১	৬	২	৪	৭	৮	৭	৩
৮	৩	৭	২	৫	৬	৪	১
৪	৫	৭	৭	৩	১	২	৬
৭	৭	৬	৫	৪	৩	৮	২
৫	২	১	৬	৮	৭	৩	৪
৩	৪	৮	১	৭	২	৫	৬

5		7	9	
1				
		3		
6				
	1	5		
7		1	2	
3				
2		4		

		1			
	1	7	8	5	
	4	3	5	8	
		6		7	
		5			
	8		7		

বাম জমানায় কর্পোরেশনে লুটপাট : যীষু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ ডিসেম্বর। ওবিসি সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতির জন্য ভারতীয় জনতা পার্টি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং কাজ করছে। বিগত দিনে যারা ক্ষমতায় ছিল তারা ওবিসি কর্পোরেশনে লুটপাট চালিয়েছে। ধ্বংস করে দিয়েছে

তারা কর্পোরেশনকে। বিগত দিনে মন্ত্রী শ্যালক-শ্যালিকারাও ওবিসি কর্পোরেশন থেকে লোন নিয়েছে। রিকভারের কোনো চিন্তা-ভাবনা করেনি বিগত দিনের সরকার। যার ফলে নতুন করে লোন দেওয়া যাচ্ছে না। বিগত সরকার কর্পোরেশন থেকে নামে-বেনামে ২৭ কোটি টাকা লোন দিয়েছে।

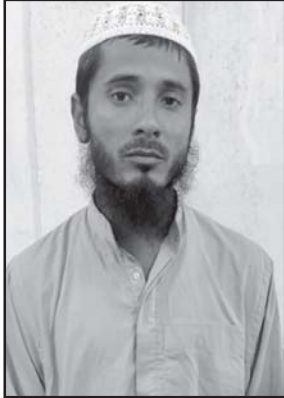
বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এসে রিকভারি করেছে ৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা রাজ্যের ৮০ শতাংশ ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের ওবিসি কার্ড নেই। বক্তা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মণ। শনিবার চড়িলাম লীলা দেব স্মৃতি কমিউনিটি হলঘরে চড়িলাম ওবিসি মোর্চা এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের সহায়তায় ওবিসি সার্টিফিকেট প্রদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে এ কথাগুলো বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষু দেববর্মণ। কিছুদিন পূর্বে চড়িলাম ব্লকে পাঁচদিনের শিবির করে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কাছ থেকে সমস্ত কাগজপত্র সংগ্রহ করে ওবিসি সার্টিফিকেট এর জন্য বিশালগড় মহকুমা শাসকের কাছে পাঠানো হয়। প্রায় ৯৫ শতাংশের ওপরে ওবিসি সার্টিফিকেট চলে এসেছে। এদিন উপ মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে ৪৬০ জনের হাতে ওবিসি সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ডিসেম্বর। কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ভাইস চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয় টিলাবাজার স্কুয়ে। এদিন শহর উত্তরাঞ্চলের পৃষ্ঠা প্রমুখদের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান চপলা দেববার্য এবং ভাইস চেয়ারম্যান নীতীশ দে'কে সংবর্ধিত করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে বিজেপি'র প্রচুর সংখ্যক কার্যকর্তাদের উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের শুরুতে টিলাবাজার এলাকায় পৃষ্ঠাপ্রমুখরা দু'জনকে নিয়ে মিছিল সংগঠিত করে। সুসজ্জিত মিছিল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে টিলাবাজার স্কুলের কমিউনিটি হলে এসে শেষ হয়। সেখানেই প্রচুর সংখ্যক দিয়ে সংবর্ধনা প্রদান করবেন। সংবর্ধিত হয়ে শহরের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের দায়িত্বও বেড়ে গেল বলে জানান নিতিশ দে।

খুনের মূল অভিযুক্ত পুলিশের জালে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২৫ ডিসেম্বর। খুনের সাথে জড়িত মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। শুক্রবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে মূল অভিযুক্তকে সোনামুড়া মোহানভোগ ব্লক এলাকার কামরাঙ্গাতলি গ্রামের এক বাড়ি থেকে আটক করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১২ সালে রাজেন্দ্রটিলা গ্রামের নারায়ণ বৈদ্যের জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে হিমতপুরের মোশাবর হোসেন'র ছেলে ইসুব মিয়া, মহিম উদ্দিন তিন জন মিলে জমির মালিক নারায়ণ বৈদ্যকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে। পরবর্তী সময় খবর জানানজনি হলে পরিবারের অন্যান্য লোকজন ও প্রতিবেশীরা এসে নারায়ণ বৈদ্যকে উদ্ধার করে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি তার। চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। পরবর্তী সময় মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে তিনজনের বিরুদ্ধে আদালত ও থানায় সুষ্ঠু বিচারের আর্জি জানিয়ে মামলা রুজু করে। আদালত থেকে ওয়ারেন্ট ইস্যু হয়। ওয়ারেন্ট ইস্যু মূলে দুই ছেলেকে পুলিশ জালে তুলতে পারলেও এই ঘটনার মাস্টারমাইন্ড মোশাবর হোসেন পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে নানা স্থানে দিন কাটাতে থাকে। এই ঘটনার মামলা নম্বর হল ৩৭৮/২০১২। শুক্রবার গোপন খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ মূল অভিযুক্তকে এক বাড়ি থেকে আটক করতে সক্ষম হয়। শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়। অবশেষে মূল অভিযুক্তকে পুলিশ আটক করতে পারায় এলাকাবাসীরা কিছুটা যন্তিবোধ করছে।



প্রস্তাবিত জমি পড়ে থাকলেও দেখা নেই ফায়ার স্টেশনের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২৫ ডিসেম্বর। সোনামুড়া মহকুমায় একটি বিধানসভা কেন্দ্র হল বঙ্গনগর। এ বিধানসভায় প্রায় ৪০ হাজার ভোটার রয়েছে। এখানে সাধারণ নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অফিস, ক্যাফালয় থাকলেও অতি গুরুত্বপূর্ণ ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই। বাম জমানায় দীর্ঘ পশ্চিম ও পূর্বে ১০ বছর প্রায় ৩৫ বছর এবং কংগ্রেসের পাঁচ বছর জোট সরকারের আমলে এই প্রয়োজনীয় অগ্নি নির্বাপক স্টেশনটি করতে পারেনি। বহুবার পরিকল্পনা করা হলেও বাম সরকারের আমলে মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী এই এলাকার বিধায়ক হয়েও বঙ্গনগরবাসীর প্রয়োজনীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনটি করতে পারেনি। অবশেষে বঙ্গনগর কমিউনিটি হল সংলগ্ন বঙ্গনগর-সোনামুড়া জাতীয় সড়কের

পাশে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন গড়ার জন্য জায়গা চিহ্নিত করেছিল। পরে রাজ্য অগ্নি নির্বাপক দফতরের প্রায় লক্ষ টাকা বঙ্গনগর পূর্ত দফতরের কাছে বাউন্ডারি করার জন্য বাজেট দেন। সেই মোতাবেক জায়গাটিকে



বাউন্ডারি ওয়াল করে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করার জন্য সরঞ্জাম করে রাখা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকার আসার তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বঙ্গনগর এর প্রয়োজনীয় ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ব্যাপারে

বিশালগড় ও সোনামুড়ায়। বঙ্গনগর থেকে সোনামুড়া ২২ কিলোমিটার এবং বিশালগড় ১৮ কিলোমিটার দূরত্ব। এত দূরত্ব থাকায় বঙ্গনগরে আগুন লাগলে সোনামুড়া ও বিশালগড় থেকে ফায়ার সার্ভিস গাড়ি

বড়দিনে পার্কে ভিড়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর। ২৫ ডিসেম্বর প্রভু বিগুর জন্মদিন। আর এই দিনটি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা পবিত্র দিন হিসেবেই পালন করে। সাথে অন্য ধর্মের মানুষও এখন এই উৎসবে शामिल হন। রাজ্য জুড়েই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। বড়দিনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের চাটগুলোতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে সকল অংশের জনগণ शामिल হয়। তাছাড়া। প্রতিবছরই বড়দিনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই আনন্দের আনন্দে মেতে উঠে। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। তেলিয়ামুড়ার দুর্গস্থিত মোহের পাড়ার চার্চ-এ সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান চলে। পাশাপাশি বড়দিনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া মহকুমার বড়মুড়া ইকো পার্কেও পর্যটকদের বেশ ভিড় ছিল। রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে পর্যটকরা বড়দিনে আনন্দ উপভোগ করতে বড়মুড়া ইকো পার্কে এসে আনন্দে মেতে উঠে। এই বিষয়ে পার্কে আসা পর্যটকরা জানান, বড়মুড়া ইকো পার্কে সপরিবারে ঘুরতে এসে তাদের খুব ভালো লেগেছে। বড়দিনকে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পেরেছেন। তাছাড়া আগামী দিনেও পার্কে ঘুরতে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেনে অধিকাংশ পর্যটকই। সবমিলিয়ে এই বড়দিনের আনন্দে মেতে উঠে তেলিয়ামুড়ার আপামর জনগণ।

সাতসকালে গুরুতর

আহত যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর। শনিবার সকালে যান দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন এক যুবক। উদয়পুর চন্দ্রপুর কাঁঠালতলি বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, যাত্রীবাহী কমান্ডার একটি বাইকে থাকা দেয়। এতে বাইক চালক পান্না লস্কর গাড়ির ধাক্কায় গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় লোকজন দ্রুতীনা দেখে পুলিশ এবং দমকল বাহিনীকে খবর দেয়। দমকল কর্মীরা এসে আহত যুবককে উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

চার শিশু-সহ ছয় রোহিঙ্গা আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৫ ডিসেম্বর। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের গোপন সূত্রের প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে কৈলাসহরের ইছবপুর গ্রামের ৪নং ওয়ার্ডের শাহনাজ আলির বাড়ি থেকে ৪ শিশু-সহ মোট ৬ জন রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করা হয়। এ বিষয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ জানিয়েছে, গোয়েন্দা শাখার কর্মীরা তাদেরকে এ বিষয়ে জানিয়েছিলেন। তাই পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনী ইছবপুর গ্রামে শাহনাজ আলির বাড়িতে হানা দেয়। বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ জন রোহিঙ্গাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশ তাদেরকে জেরা করছে। রবিবার তাদেরকে কৈলাসহর আদালতে পেশ করা হবে। এক সাথে ৬ জন রোহিঙ্গা নাগরিক আটক করার ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। যে ৬ জনকে আটক করা হয়েছে তার মধ্যে আছে আব্দুল রুখিম এবং



তার স্ত্রী জওহর খাতুন। তাদের সাথে ১৪ বছরের এক মেয়ে-সহ আরও তিনজন শিশু। যাদের বয়স যথাক্রমে- ৮, ৪ এবং ৯ মাস। তারা সবাই আব্দুল রুখিমের সন্তান বলে জানা গেছে। মায়ানমারে তাদের বাড়ি। তারা বাংলাদেশের

চট্টগ্রামস্থিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে ছিল। ৫ বছর সেখানে বসবাসের পর চলে আসে কৈলাসহরে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর আব্দুল রুখিম জানায়, তার মা এবং ভাই ১৮ বছর ধরে দিল্লিতে বসবাস করছে। তারাও চট্টগ্রামের রোহিঙ্গা ক্যাম্প

থেকে ভারতে এসেছে। তাদেরকে নাকি ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল কৈলাসহর থেকেই। তারা চট্টগ্রামের রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে লুকিয়ে মেঘালয়ের ডাউকি বর্ডার দিয়ে শিলং হয়ে রেল করে আগরতলায় আসে। শুক্রবার আগরতলা থেকে ফের রেলে চলে কৈলাসহরের ইছবপুর গ্রামে আসে। কথা ছিল শাহনাজ আলির বাড়িতে থেকে আশ্রয় কার্ড-সহ ভারতীয় নাগরিকত্বের বিভিন্ন নথি তৈরি করে দিল্লি চলে যাবে। কিন্তু তাদের সেই উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার আগেই পুলিশ আটক করে ফেলে। এখন প্রশ্ন উঠছে, কৈলাসহরকারী বেআইনিভাবে ভারতীয় নাগরিকত্বের নথি তৈরি করছে? পুলিশ চাইলে অবশ্যই রোহিঙ্গা নাগরিকদের সহায়তায় সেই চক্রটিকে জালে তুলতে পারে। কিন্তু পুলিশ সেই পথেই হটবে কিনা তা নিয়েও সংশয় আছে।

মারুপথে কাজ বন্ধ করে উধাও বহিরা্জ্যের সংস্থার কর্মকর্তারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ফটিংকরা, ২৫ ডিসেম্বর। দীর্ঘদিন ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগতে থাকা এলাকাবাসীকে পরিব্রাজ দেওয়ার জন্য সরকার জলের উৎস গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছিল। রাজস্থানের একটি



বেসরকারি সংস্থাকে সেই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ১১ ডিসেম্বর থেকে কাজ শুরু হলেও অজান্তে কারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মকর্তারা মাঝ পথে উধাও হয়ে যান। পাবিয়াছড়া বিধানসভা

কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তর মাছমারা ভিলেজের বেতাছড়া ৫নং ওয়ার্ডের নাগরিকরা এই ঘটনায় প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তারা ক্ষুব্ধ হয়ে শনিবার বেসরকারি সংস্থার বিভিন্ন সামগ্রী এবং গাড়ি আটকে রেখে দেয়। বেশ কয়েকজন শ্রমিককেও আটকে রেখে দেয়

কাজে হাত দিলেও সেই কাজ মাঝ পথে বন্ধ হয়ে যায়। কি কারণে ওই বেসরকারি সংস্থা কাজ বন্ধ করেছে তা এখনও কেউ বলতে পারেন না। সংস্থার কর্মকর্তাদের গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে না বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তারা জানান, জলের উৎস গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে একটি বাগান নষ্ট করা হয়েছে। কারণ, সেই বাগানের জায়গাতেই খনন কার্য চালায় বেসরকারি সংস্থা। কাজ করার জন্য প্রচুর সংখ্যক শ্রমিককেও আনা হয়েছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক শ্রমিক ছাড়া অন্যদেরও দেখা যাচ্ছে না। তাই গ্রামবাসীরা কিন্তু হলেও এদিন বিক্ষোভে शामिल হয়। তারা জানিয়ে দেয়, যদি জলের উৎস গড়ে তোলা না হয় তাহলে খুব শীঘ্রই স্থানীয় ডিভিউরিউ এস অফিস ঘেরাও করবেন। জানা গেছে, পৌরস্বত্বল ডিভিউরিউএস অফিস কর্তৃপক্ষ এই কাজটি দেখভাল করছে। তারাও এখন মুখ লুকিয়ে আছেন। তাই গ্রামবাসীরা এখন প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

যুবকের আচরণে হতবাক শহরবাসী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ ডিসেম্বর। শনিবার সকালে বিশালগড় থানার ঠিক সামনে এক যুবক বাইক নিয়ে অনৈতিক কায়দায় রাস্তায় বসে পড়ে। কি কারণে সেই যুবক রাস্তায় বসে ছিলেন তার কারণ জানা যায়নি।



তবে ওই যুবকের কারণে কিছু সময়ের জন্য শহরে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। কেউ বলেছেন, যুবক নোপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। আবার কেউ বলেছেন তার মানসিক অবস্থা ভালো নেই। জানা গেছে, ওই যুবকের নাম পাণ্ডা। পরে বিশালগড় থানার পুলিশ এনে তাকে ধানায় নিয়ে যায়। পরে অবস্থা থানা থেকে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এভাবে রাস্তার উপর বাইক নিয়ে বসে যাওয়া যুবকের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়েছেন।

মারুতি গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

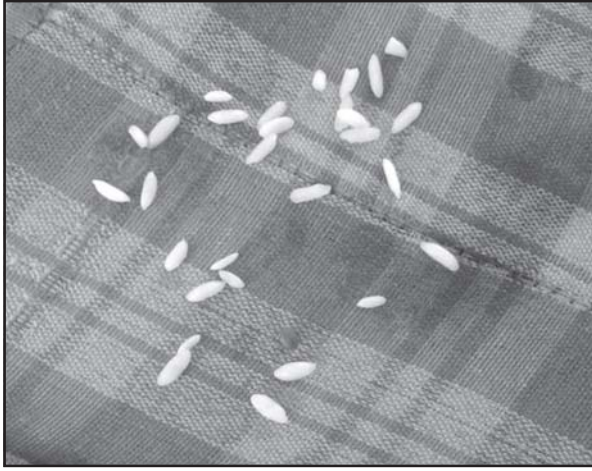
প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২৫ ডিসেম্বর। বড়দিনের সকালেই বিশালগড়ে যান দুর্ঘটনায় আহত হন মহিলা সড়ক দুর্জন। শনিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ বিশালগড় থানাধীন মধ্যবাজার এলাকায় মারুতি এবং বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে আহত হন ২৫ বছরের রুমা নমঃ এবং টুন দাসঃ (২৪)। মারুতির ধাক্কায় তারা বাইক থেকে ছিটকে পড়ে যান। স্থানীয় পথচলতি মানুষ দুর্ঘটনা দেখে তড়িঘড়ি খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দফতরে। অগ্নি নির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহত দুইজনকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক রুমা নমঃ'র শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তড়িঘড়ি আগরতলা আইজিএম ● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ফের প্লাস্টিক চালের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর। ফের প্লাস্টিক চালের অভিযোগ। এবার তেলিয়ামুড়া ব্লকের তুইকই পাড়ায় প্লাস্টিক চালের অভিযোগ উঠে আসে। তুইকই পাড়ার বেশ কয়েকজন শ্রমিক শুক্রবার রাতে তুইসিদ্দাই বাজার থেকে প্রায় ১৫ কেজি চাল কিনে। ভাত রান্না করার জন্য চাল জলে ধুতে গেলেই দেখা দেয় বিপত্তি। বেশ কিছু চাল জলে ভেসে উঠে। শ্রমিকরা তৎক্ষণাৎ চালগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে দেখে প্লাস্টিকের মতো গলে যায়। তাসত্ত্বেও রাতে খাবারের জন্য কিছু চাল বেছে রান্না করে নেয়। এরপর শনিবার সকালে অধিকাংশ শ্রমিকদেরই নাকি পেটে ব্যথা শুরু হয়। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। এমনটাই জানা শ্রমিকরা। পরবর্তীতে পেট ব্যথা কমানোর জন্য ঔষধ সেবন করতে হয় তাদের। শ্রমিকরা আরও ভালো

করে পরীক্ষা করার জন্য বস্তা থেকে সমস্ত চাল খুলে দেখেন ভাঙা চালের সাথে বেশ কিছু অংশ প্লাস্টিকের চাল।(১) মেশানো আছে। তারপরই তারা বিষয়টি টিকোপারের কাছে জানান। এরপর সকলেই ছুটে এসে চালগুলি দেখেন। এর মধ্যে প্রায় অধিকাংশ চালই প্লাস্টিকের।

শ্রমিকরা জানান, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে তুইকই পাড়ায় জলের পাম্প মেশিন বসানোর কাজে তারা নিয়োজিত। দীর্ঘদিন ধরেই তারা কাজ করছেন। কিন্তু এই প্রথম চাল কিনতে গিয়ে বিপত্তি দেখা দেয়। এখন শ্রমিকদের মধ্যে প্লাস্টিকের চালের আতঙ্ক বিরাজ করছে।



২৫ লক্ষের ব্রাউন সুগার সহ আটক ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর/ কদমতলা, ২৫ ডিসেম্বর। ২৫ লক্ষ টাকার ব্রাউন সুগার-সহ পুলিশের জালে আটক দুই যুবক। ধর্মনগর রেল স্টেশনে তাদের জালে তুলে পুলিশ। গোপন সূত্রের ভিত্তিতে উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী আগে থেকেই ধর্মনগর স্টেশন চত্বরে অপেক্ষায় ছিল। শনিবার বেলা সাড়ে বারোটাই

নাগাদ গোপন সূত্রের খবর অনুযায়ী সন্দেহমূলকভাবে দু'জনকে আটক করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তখনই তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় প্রচুর নেশা সামগ্রী। ধৃতরা আবদুল গুফুর (৩৮) এবং মনোজ তেলেন্দা (৩০)। তাদের কাছ থেকে মোট ১৬ টি সাবানের কোঁটা পাওয়া যায়। যেগুলোর ভেতর প্রায় আড়াইশো গ্রামব্রাউন সুগার ছিল। তাদের বাড়ি অসমের পাথারকান্দি এলাকায়।



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর। প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনজাতিদের অবস্থা কি পর্যায়ে রয়েছে তা যদি রাজ্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট দফতরের আমলারা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন তাহলে বোধ হয় জনজাতিদের দুখ দুর্দশার অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব। তাদের বর্তমান হাল কি পর্যায়ে পড়ে রয়েছে তা সত্যি অর্থে পরিদর্শন করা অত্যন্ত প্রয়োজন। জীবন সংগ্রামের প্রতিটি ক্ষণে কি অবস্থায় দিন গুজরান করছেন তা বোধ হয় তারা ছাড়া আর কেউ ভালো করে বলতে পারবেন না। মুন্সিয়াকামী আরডি ব্লক এর অধীন আঠারোমুড়া। পাহাড়'র ৪৫ মাইল এলাকায় বসবাসকারী অবনী দেববর্মণ জীবনের প্রতিটি ক্ষণ যুদ্ধ করে বেঁচে আছেন। মাথা গোঁজার যে সম্ভাব্যত্ব

প্রয়োজন তা থেকে বঞ্চিত তিনি। তার ভাগ্য সরকারি কোনো সুযোগ-সুবিধা জোটেনি। রাজ্যে ঢালাওভাবে প্রচার প্রসার করা হচ্ছে



প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মাধ্যমে গরিব শ্রেণির সকলকে ঘর দেওয়া হবে। রাজনীতির কোনো ধরনের রং না দেখে সকলকেই দেওয়া হবে ঘর। আদৌ বাস্তবে কয়জন প্রকৃত

গরিব মানুষ ঘর পেয়েছে তা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কারণ প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতিরা আজও টং ঘরের মধ্যেই দিনযাপন করছে।



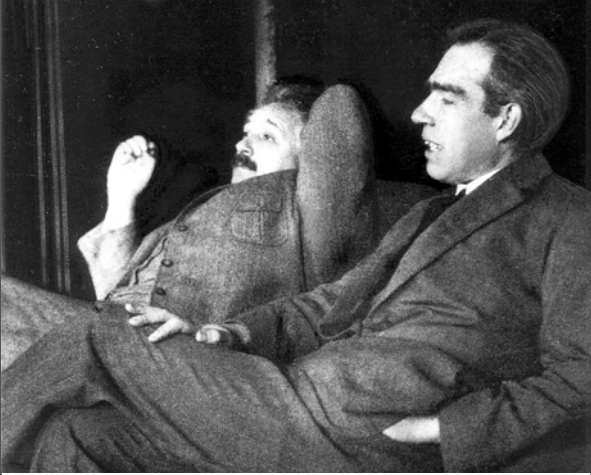
আর তার মধ্যে একজন অবনী দেববর্মণ। আক্ষেপের সূরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, দুঃখ আমার চির জীবনের সঙ্গী হয়ে গেছে। আমি সর্বদাই

বঞ্চিত। মাথা গোঁজার একটা বসতঘর পর্যন্ত নেই। পরিবারে স্ত্রী এবং ছোট্ট একটি কোলের কন্যাসন্তান নিয়ে টংঘর'র মধ্যে দিনযাপন করতে হচ্ছে তার। এই কনকনে ঠান্ডার মধ্যে অবনী দেববর্মণ পরিবার নিয়ে যে টংঘরটিতে বসবাস করছে সেই ঘরটি একদম থাকার উপযোগী নয়। কারণ এই শীতের মধ্যে বহু কষ্টে ঘরের চারপাশে পলিখিন লাগিয়ে কোনভাবে বসবাস করছে। বর্তমানে ঘরটি আধভাঙ্গা অবস্থায়। যেকোন সময় ভেঙ্গে পড়বে। তারমধ্যে হতদরিদ্র অবনী'র পরিবারের নেই বিপিএল রেশন কার্ডটুকু। পরিবারের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য জঙ্গল থেকে বাঁশ এবং লতাপাতা এনে বিক্রি করেই পরিবারের প্রতিপালন করে আসছেন তিনি।

তাছাড়া নেই কোনো শৌচালয়ও। নানা সমস্যায় জর্জরিত অবনী'র পরিবার। এরমধ্যে রাজ্যের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে বর্তমানে ক্ষমতাসীন একটি রাজনৈতিক দল নির্জেদের জনজাতি দরদি বলে হাঁকডাক করে থাকে। বাস্তবের চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারা কি আদৌ জনজাতিদের স্বার্থে কোন কাজ করছে নাকি খালি মুখেই নির্জেদের জনজাতি দরদি বলে জাহির করা ছাড়া আর কিছুই করছে না। এমনটাই প্রশ্ন তুললেও অবনী দেববর্মণ। বহুকষ্টে দিনযাপনকারী অবনী দেববর্মণ'র একটাই দাবি, সরকার যাতে তাদের ওপর একটু নজর দেয়। এখন দেখার, প্রত্যন্ত এলাকার জনজাতিদের সমস্যা নিরসনে আদৌ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কিনা।

জানা অজানা

বোর-আইনস্টাইন বিতর্ক



একটা সময় কেমব্রিজ ছিল বিজ্ঞানের তীর্থভূমি। বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞানের। কিন্তু গত শতাব্দীর বিশেষ দশকে কোপেনহেগেন হয়ে উঠেছিল কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের নিউক্লিয়াস। লন্ডন, মিউনিখ, গটিংগেন, প্যারিস ছেড়ে কোপেনহেগেন কেন? কারণ, কণা কোয়ান্টামের গুরু নীলস বোর তখন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। বাকীে বাকীে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে থেকে তরঙ্গ শিক্ষার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে, নীলস বোরের কাছ থেকে পাঠ নিতে। সেই শিক্ষার্থীদের তালিকায় ছিলেন ওয়ার্নার হাইজেনবার্গও।

হাইজেনবার্গ তখন নীলস বোরের বাড়িতেই থাকেন, ছাদের ওপরে চিলেকোঠার পাশে এক ঘরে। হাইজেনবার্গ সদাই তখন ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা প্রকাশ করেছেন। তার ফলেই বেরিয়ে আসছে কোয়ান্টাম কণিকাদের, বিশেষ করে ইলেকট্রনের অদ্ভুত সব চরিত্র। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার হাতে পড়ে ইলেকট্রনের মতো খুদে কণাদের চরিত্র-ধর্ম যে অদ্ভুত হয়ে উঠছে, তার একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাইজেনবার্গ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন, ভাবেন, অঙ্ক করেন। নীলস বোর মাঝে মাঝে মাঝরাতে হানা দেন হাইজেনবার্গের ঘরে। গল্প করেন গভীর রাত পর্যন্ত।

শোষণ নয়, কোয়ান্টাম বলবিদ্যার চরিত্র বিশ্লেষণের গল্প। অদ্ভুত সব ব্যাপার-স্বাধার বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হচ্ছে। সে সবের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দেওয়া জরুরি হয়ে পড়ছে। শুধু হাইজেনবার্গ নয়, মাঝে মাঝে ম্যাগ্ন বর্ন আসেন, প্যাওলি আসেন, দ্য ব্রগলি আসেন। বোরের সঙ্গে আলোচনা করেন, নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্তগুলোর একটা ছিলে হওয়া দরকার। এর কিছুদিনের মধ্যে অনিশ্চয়তার নীতিও প্রকাশ করে ফেলেছেন হাইজেনবার্গ। কোয়ান্টামের জগৎ তখন আরও অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রে কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। বিশেষ করে অনিশ্চয়তার উৎস কোথায়, ইলেকট্রনের ধর্মে না পরমাণবীয় সত্ত্বে? আসলে দুই দিকেই অনিশ্চয়তা আছে। সে বিষয়টা আরও ভালোভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯২৬ সালে বোর সম্পূরক নীতির জন্ম দিলেন। আসলে বোর সম্পূরক নীতি প্রবর্তন করে হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতিরই পূর্ণতা দিলেন। তিনি বলেন, ইলেকট্রনের একই মুহূর্তের অবস্থান ও ভরবেগ মাশা যেমন অসম্ভব, তেমনি অসম্ভব একই যন্ত্র দিয়ে দুটোকে মাপা।

বোরের কথার অর্থ হলো, যে যন্ত্র দিয়ে আপনি অবস্থান মাপতে পারবেন, সেই একই যন্ত্র দিয়ে ইলেকট্রনের ভরবেগে পরিমাপ করতে পারবেন না। ভরবেগ মাপার জন্য সম্পূর্ণ আলোদা যন্ত্রের দরকার হবে। ভরবেগ মাপার যন্ত্রটি হবে অত্যন্ত হালকা। এই যন্ত্রের সাহায্যে ভরবেগের ক্রটি আপনি সর্বনিম্ন মানে নিয়ে আসতে পারবেন। আবার অবস্থান নির্ণয়ের যন্ত্রটি হবে খুবই ভারি। সীতা ভরবেগের

পর্ব ১

ক্রটি অসীমে নিয়ে যাবে, কিন্তু অবস্থানের ক্রটি সর্বনিম্ন মানে নামিয়ে আনবে। সম্পূরক নীতি আর অনিশ্চয়তা মিলিয়ে বোর আর হাইজেনবার্গ একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন ১৯২৬ সালের শেষ দিকে। অবশ্য তত দিনে শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ ফাংশনও প্রকাশ হয়ে গেছে। তাই সব মিলিয়ে কোয়ান্টাম কণাদের চরিত্রের একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করালেন বোর-হাইজেনবার্গ। সেটাই কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা নামে অমর হয়ে গেছে। কী বলেছিলেন দুই বিজ্ঞানী কোপেনহেগেন ব্যাখ্যায়?

পরমাণুতে ইলেকট্রন কোথায় থাকে? এটা বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্নের নির্দিষ্ট উত্তর নেই। এ কথাই বলা হয়েছিল কোপেনহেগেন ব্যাখ্যায়। বলা হয়েছিল, যতক্ষণ ইলেকট্রনের অবস্থান মাপা না হচ্ছে, ততক্ষণ এর নির্দিষ্ট কোনো অবস্থান নেই। তরঙ্গ ফাংশনের যেসব জায়গায় এর থাকার সম্ভাবনা আছে, তার প্রতিটি বিন্দুতেই ইলেকট্রন থাকবে। কিন্তু আমরা যখন কোনো বিন্দুতে ইলেকট্রনকে দেখতে চাইব, তখনই সে জায়গায় তাকে পাওয়া যাবে। অর্থাৎ সেই বিন্দুতে তরঙ্গ ফাংশন ভেঙে পড়বে বা কল্যাণ করবে। আর সেই বিন্দুতে কথা হিসেবে আমরা দেখতে পাব ইলেকট্রনকে।

সম্পূরক নীতি, অনিশ্চয়তা তত্ত্ব, দ্য ব্রগলির ধ্রুত তত্ত্ব আর শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ ফাংশন মিলিয়ে কোয়ান্টাম কণাদের যত অদ্ভুত বিষয় আছে, সেগুলোর বর্ণনা আর ব্যাখ্যাই হলো কোপেনহেগেন ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাগুলো কোনো জানালে প্রকাশ করা হয়নি। ১৯২৭ সালে যে সলভে সন্মেলন বসে বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে, সেখানে তুলে ধরা হয় এই ব্যাখ্যাগুলো। এসব শুনে খেপে উঠেছিলেন আইনস্টাইন।

১৯২৭ সাল থেকেই আইনস্টাইন কোয়ান্টাম বলবিদ্যার বিরোধিতা শুরু করেন। বিশেষ করে অনিশ্চয়তা নীতি নিয়ে তাঁর প্রবল আপত্তি ছিল। তখনকার তরুণ, প্রবীণ প্রায় সব বিজ্ঞানীই কোয়ান্টামের প্রেমে মজেছেন, মেনে নিয়েছেন অনিশ্চয়তা তত্ত্ব। শুধু আইনস্টাইন বিষয়টা মানতে পারছেন না। অবশ্য একজনকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। আরউইন শ্রোডিঙ্গার। অথচ এখন দেখছেন, শ্রোডিঙ্গার আর হাইজেনবার্গের তত্ত্ব মিলেমিশে অনিশ্চয়তা তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এর শুরুটা মোটেও সুখকর ছিল না।

শ্রোডিঙ্গার-আইনস্টাইন, কেউই হাইজেনবার্গের ম্যাট্রিক্স বলবিদ্যা মানতে পারেননি। অন্যদিকে হাইজেনবার্গও মানতে পারেননি শ্রোডিঙ্গারের তরঙ্গ বলবিদ্যা। বিরোধ তুঙ্গে উঠল একসময়। আইনস্টাইনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল, ইলেকট্রন এক কক্ষপথ থেকে আরেক কক্ষপথে লাফ দেয় কীভাবে? সে কথা তিনি ম্যাগ্ন বর্ণের কাছে জানতে চাইলেন। বর্ন যে জবাব দিয়েছিলেন, তাতে আইনস্টাইনের মনে

ক্রমশঃ —

ফের ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

মৃত্যু উইং কমান্ডারের

জয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর।। রাজস্থানের জয়সলমীরে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার মিগ-২১ বিমান। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে উইং কমান্ডার হর্ষিত সিনহার। শুক্রবার নিয়মমাফিক ট্রেনিং চলাকালীন রাজস্থানের জয়সলমীরে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ ভেঙে পড়ে এই যুদ্ধবিমান। ভারতীয় বায়ুসেনার তরফে রাত ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনার কথা জানানো হয়। এরপর রাত ১০টা ৪৫ মিনিট নাগাদ উইং কমান্ডার হর্ষিত সিনহার মৃত্যুর খবর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। তারপরই রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট উইং কমান্ডারের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে টুইট করে তিনি লিখেছেন, ‘উইং কমান্ডার হর্ষিত সিনহার মৃত্যুর খবর পেয়ে মর্মান্বিত। মিগ-২১ পশ্চিম সেক্টরে উড়ন্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। তাঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।’ জানা গিয়েছে, যুদ্ধবিমানটি স্যাম থানার অধীন ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় ভেঙে পড়ে। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বলে এই যুদ্ধবিমানটিকে ‘উড্ডন্ত কফিন’ বলা হয়। কিছুদিন আগে কুম্মের ভেঙে পড়ে ভারতের চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ বিপিন রাওয়ারের কণ্ঠের এমআই-১৭। সেখানে সওয়ার হওয়া তিনি, তাঁর স্ত্রী-সহ ১৩ জনেরই মৃত্যু হয়। জানা গিয়েছে, ১৯৭১ থেকে ২০১২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৪৮২টি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে এই মিগ বিমান। এখনও পর্যন্ত এই বিমানে মোট ১৭১ জন পাইলট, ৩৯ জন অসামরিক নাগরিক, আটজন পরিষেবক ও একজন বিমানকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন।



বেড়েই চলেছে ওমিক্রনের সংক্রমণ। এরই মাঝে দিল্লির সরোজীনি মার্কেটে লাগামহীন জনতা।

ওমিক্রনের জেরে ৫ রাজ্যে পরিস্থিতি পর্যালোচনা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর।। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে বাড়ছে কোভিড সংক্রমণ। করোনা ভাইরাসের ওমিক্রন রূপ ঘিরেও উদ্বেগ ক্রমশ দানা বাঁধছে। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে ভোটার আয়োজন নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের মতামত চাইতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশন সূত্রে শনিবার জানা গিয়েছে, ওমিক্রন সংক্রমণের আবহে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, মণিপুর এবং গোয়ায় বিধানসভা ভোট আয়োজনের জন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণের

সঙ্গে বৈঠক করা হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সুশীল চন্দ্র শনিবার জানান, আগামী ২৮-৩০ ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশ সফরে যাবে কমিশনের প্রতিনিধি দল। তার আগে মঙ্গলবার হবে ওই বৈঠক। প্রসঙ্গত, ওমিক্রন ঘিরে উদ্বেগের পরিস্থিতিতে দেশবাসীর স্বার্থে প্রধানমন্ত্রী ও নির্বাচন কমিশনকে উত্তরপ্রদেশের ভোট কয়েক মাস পিছিয়ে দেওয়ার জন্য উত্তরপ্রদেশের ‘অনুরোধ’ করেছে ইলাহাবাদ হাইকোর্ট। এই পরিস্থিতিতে কমিশন জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ-সহ চার রাজ্যের সংক্রমণ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ভোট আয়োজনের বিষয়ে ৩০

ডিসেম্বর সিদ্ধান্ত ঘোষণা হতে পারে। প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে ৩৫৮ জন ওমিক্রন আক্রান্তের মধ্যে দু’জন উত্তরপ্রদেশের। কিন্তু বুকি না নিয়ে, উৎসবের মরসুমে সংক্রমণ ছড়ানো রংখতে আগামী কয়েক দিন রাজ্যে রাত ১১টা থেকে রাত্রিকালীন কার্য ঘোষণা করে ছে যোগী আদিত্যনাথ সরকার। কিন্তু ভোট হলে, সভা-সমাবেশ-মিছিলের জেরে সংক্রমণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ইলাহাবাদ হাইকোর্টের। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যসচিব রাজেশও শনিবার জানিয়েছেন, এখনই সতর্ক না হলে নতুন করে হানা দিতে পারে সংক্রমণের ঢেউ।

আবারও গির্জায় তাণ্ডব

গুরুগ্রাম, ২৫ ডিসেম্বর।। বড়দিনের আগের সন্ধ্যায় গির্জায় ঢুকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ একটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে গুরুগ্রামের পটোড়ির একটি গির্জায়। ‘জয় শ্রীরাম’ ও ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান দিতে দিতে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সদস্যরা গির্জায় উপস্থিত মানুষজনকে ধাক্কা দিয়ে মঞ্চে উঠে যান। মঞ্চের মাইক কেড়ে নেওয়ারও অভিযোগ। গোটা ঘটনাটি ধরা পড়েছে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওয়। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় একদল লোক ‘জয় শ্রীরাম’ ও ‘ভারত মাতা কি জয়’ স্লোগান দিতে দিতে পটোড়ি এলাকার একটি গির্জায় ঢুকে পড়ছেন। সেই সময় গির্জায় প্রার্থনা চলছিল। মঞ্চে গায়ক দল সমবেত সংগীত পরিবেশন করছিলেন। নীচে প্রার্থনায় অংশ নিয়েছিলেন অনেকে। এই সময় হই হই করতে করতে ঢুকে পড়েন উগ্র দক্ষিণপন্থী সংগঠনের সদস্যরা। তাঁরা উপস্থিত লোকদের ধাক্কা দিতে দেন

মঞ্চে উঠে পড়েন। ছিনিয়ে নেন মাইক। মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় গায়ক দলকে। গোটা সময় ধরেই হিন্দুত্ববাদী দলের সদস্যদের মুখে ছিল ‘জয় শ্রীরাম’ ও ‘ভারত মাতা কি জয়’-এর স্লোগান। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে দাবি, এ ব্যাপারে পুলিশে এখনও কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। স্থানীয় এক উপাসক বলেছেন, “সেই সময় খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কারণ আমাদের সঙ্গে মহিলা ও শিশুরা ছিল। এই ধরনের উপদ্রব রোজই বাড়ছে। এটা আমাদের প্রার্থনার অধিকার ও ধর্মাচরণের পরিপন্থী।” পটোড়ির স্টেশন হাউস অফিসার অমিত কুমার জানিয়েছেন, পুলিশ এ বিষয়ে এখনও কোনও অভিযোগ পায়নি। প্রশাসনের তরফেও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি গুরুগ্রামে নমাজ পড়ার জায়গা নিয়ে বিতর্ক চলছে। অভিযোগ, হিন্দুত্ববাদীদের আগন্তিতে প্রকাশ্যে নমাজ পড়তে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়ছেন মানুষ।

টাঁদা’র ডাক বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর।। দিনটি ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৭ তম জন্মবার্ষিকী পালনের। সেই দিনটিকেই বিজেপি বেছে নিল দলের আত্মনির্ভরতার ডাকের দিন হিসেবে। দলের সংগঠনকে জাতির সেবায় অনির্ভর করে তুলতে অনুপান অভিযান শুরু করলেন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। বিজেপির তরফে এই ডোনেশন ড্রাইভের শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি টুইট করে নিজের হাজার টাকা দান করার কথা জানান। তিনি টুইটে বলেন, দলকে তিনি ১০০০ টাকা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, দেশই তাঁদের কাছে আদর্শ। যাঁরা জীবন-ভর দলকে সেবা করে চলেছেন, এই ক্ষুদ্র দানের মাধ্যমে তাঁদেরকে আরও শক্তিশালী করা যাবে। বিজেপিকে শক্তিশালী করুন,

ভারতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করুন। একইসঙ্গে তিনি জানান, ২৫ ডিসেম্বর থেকে বিজেপির বিশেষ প্রচার সংযোগ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। অটলজির জন্মতিথি থেকে এই কর্মসূচি চালু হয়ে চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি দীনদয়ালজির পূর্ণ্যতিথি পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, এক সাধারণ কর্মীর সমর্থন লক্ষ লক্ষ কর্মীকে উৎসাহিত করবে, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে তাঁদের জীবনকে দেশসেবায় উৎসর্গ করছেন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এক হাজার টাকা দিয়ে ডোনেশন ড্রাইভের কার্যসূচির সূচনা করেন এদিন। তিনি ছাড়াও বিজেপির অন্য নেতারা, যেমন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমা খাণ্ডুও তাঁদের দান তুলে দেন দলের তহবিলে। দলের কর্মীদের কাছে

দেওয়া খোলা চিঠিতে সভাপতি নাড্ডা বলেছেন, নিজেদের সম্ভবমতো তাঁরা যেন দলের তহবিলে দান করেন। তিনি বলেছেন, দলের কর্মীরা এই ক্ষুদ্র তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। সবার কাছে ন্যূনতম ৫ টাকা থেকে সর্বোচ্চ হাজার টাকা দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। নমো অ্যাপের নমো এক্সক্লুসিভ সেকশনে এই ডোনেশন মডিউল পাওয়া যাচ্ছে। এর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের কথা জানিয়েছেন নাড্ডা। নাড্ডা এই আবেদনের পিছনে তিনটি কারণের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রথমত, দেশকে আগে রাখা, দ্বিতীয়ত দেশের প্রতি দলের কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবা, তৃতীয়ত নরেন্দ্র মোদি সরকারের নেতৃত্ব।

ফের কার্যকর হতে পারে কৃষি আইন?

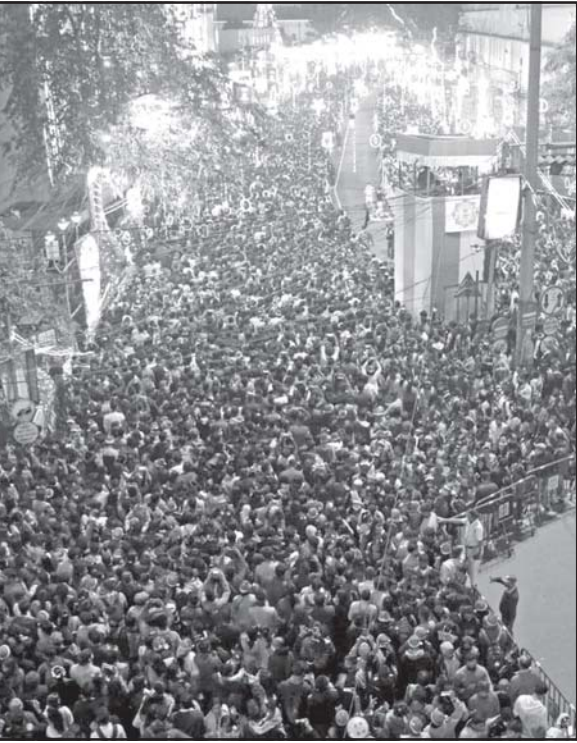
নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর।। ফের কার্যকর করা হতে পারে কৃষি আইন। এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিংহ তোমার। শুক্রবার কৃষিমন্ত্রীর এই মন্তব্যের জেরে চাঞ্চল্য ছড়ালো দেশ জুড়ে। কৃষি আইন নিয়ে দেশব্যাপী লক্ষাধিক কৃষকের ক্ষোভের মুখে পড়ে গত মাসে তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহার করে ফেল্ল। তবে পরবর্তী কালে পুনরায় কৃষি আইনগুলি কার্যকর হতে পারে বলে তোমার শুক্রবার মহারাষ্ট্রে একটি অনুষ্ঠানে দাবি করেন। যার জেরে নতুন করে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বিতর্কিত আইন বাতিলের জন্য কিছু মানুষকে দোষারোপ করে মন্ত্রী তোমার বলেন, “আমরা কৃষি সংশোধনী আইন নিয়ে এসেছি। কিন্তু কিছু মানুষ এই আইনগুলি পছন্দ করেননি। স্বাধীনতার ৭০ বছর পূরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে একটি বড় সংস্কার ছিল এই তিনটি আইন।” কৃষিমন্ত্রী বলেন, চাপের মুখে সরকার এক ধাপ পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী কালে সরকার এই কৃষি আইনগুলি নিয়ে আবার অগ্রসর হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের উপরেও জোর দেন তিনি। প্রসঙ্গত, তিনটি বিতর্কিত কৃষি আইন দেশ জুড়ে আন্দোলনে শামিল হয় দেশের বিভিন্ন কৃষকগোষ্ঠী। দিল্লির

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

ভোটের আগে তৃণমূল

ছাড়লেন পাঁচ নেতা

পানাজি, ২৫ ডিসেম্বর।। তিন মাস আগেই অন্য দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এর মধ্যেই ‘বিরক্ত’। তাই তৃণমূল ছাড়লেন পাঁচ নেতা। তাঁদের মধ্যে এক জন আবার প্রাক্তন বিধায়ক। অভিযোগ করলেন, তৃণমূল আদতে গোয়াকে বুঝতেই পারেনি। ভোট পেতে মেরুক্রণের তাস খেলছে তারা। নতুন বছরের শুরুতেই গোয়াতে ভোট। তার আগে বড় ধাক্কা তৃণমূলের। বাংলায় পর পর তিন বার বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল জয়ের পর তিন রাজ্যে পা বাড়িয়েছিল তৃণমূল। ত্রিপুরার পর গোয়াতেও বাড়ানো সংগঠন। চলতি মাসেই গোয়ায় তিন দিনের সফরে গেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি। তাঁর উপস্থিতিতে যোগ দিয়েছেন তৃণমূল বহু বিশিষ্ট নেতা। ক্রমেই পশ্চিমের এই রাজ্যে আড়োবহরে বাড়ছিল তৃণমূল। ইতিমধ্যে দল ছাড়লেন প্রাক্তন বিধায়ক লাভু মামলাতদার সহ পাঁচ জন। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বানার্জিকে পাঠানো ইন্তফাফত্রের তাঁরা লিখেছেন, ‘আমরা এই আশাতেই সর্বভারতীয় তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলাম যে, এরা গোয়া এবং গোয়াবাসীদের জন্য উজ্জ্বল দিন আনবে। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, তৃণমূল গোয়া এবং গোয়াবাসীকে বোঝেনি।’ চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ‘তৃণমূল মেরুক্রণ করে হিন্দু ভোট জেটসদী এজার্সি’র দলকে ঠেলেছে আর খ্রিস্টান ভোট নিজেদের দিকে টানছে। তৃণমূল একেবারেই সাম্প্রদায়িক। যারা গোয়াবাসীর মধ্যে বিভেদ তৈরি করতে চায়, আমরা সেই দলের সঙ্গে থাকব না। তৃণমূল এবং ওই দল চালায় যে সংস্থা, তাদের গোয়ার ধর্মনিরপেক্ষতা নষ্ট করতে দেব না। আমরা একে রক্ষা করব।’ সেক্টেম্বরের শেষেই তৃণমূলে যোগ দেন মামলাতদার। স্থানীয় নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম তৃণমূলে যোগ দেন। এর পর গোয়ার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লুইজিনহো ফেলেইরো, নাফিসা আলি, লিয়েভার পেজের মতো রাজনীতিবিদ, বিশিষ্টরা যোগ দেন। কিন্তু ক্রমেই সে রাজ্যে দুর্বল হচ্ছে তৃণমূল।



বড়দিনে কলকাতার পার্কস্ট্রিটের দৃশ্য।

এবার পাঞ্জাবে ভোট ময়দানে

কৃষকরা, আপনার সঙ্গে জোট

গড়লো ২৫টি কৃষক সংগঠন

চণ্ডীগড়, ২৫ ডিসেম্বর।। কৃষি আইন বাতিল করেও কৃষকদের মন পেলেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পাঞ্জাবের ভোটের ময়দানে নামছে ২৫টি কৃষক সংগঠন। বিজেপি নয়, তাঁরা জোট গড়েছেন আমআদমি পার্টির সঙ্গে। এই তিন কৃষক সংগঠন আবার সংযুক্ত কিষণ মোর্চার সহযোগী বলে জানা গিয়েছে। কাজেই কৃষি আইন বাতিল করে অমরিন্দর সিংয়ের সমর্থন আদায় করতে পারলেও কৃষকদের তেমন সমর্থন এখনও পায়নি বিজেপি। পাঞ্জাবের ভোট ময়দানে এবার শামিল হতে চলেছে কৃষকরাও। সংযুক্ত কিষণ মোর্চার ২৫টি কৃষক সংগঠন ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও এককভাবে নয় তাঁরা ভোটে লড়বে আমআদমি পার্টির সঙ্গে জোট গড়ে। ৩২টি কৃষক সংগঠন নিয়ে সংযুক্ত কিষণ মোর্চা তৈরি হয়েছিল। তার মধ্যে ৭টি কৃষক সংগঠন ভোট থেকে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি ২৫টি কৃষক সংগঠন ভোট ময়দানে নামতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। গতকালই লুঝিয়ানায় চূড়ান্ত হয়েছে সিদ্ধান্ত। শনিবারই তারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে বলে জানা গিয়েছে। যে ৭টি সংগঠন বিরত থাকছে নির্বাচন থেকে তারা হল- কীর্তি কিষণ ইউনিয়ন, ক্রান্তিকারী কিষণ ইউনিয়ন, বিকেইউ ক্রান্তিকারী, দোয়াবা সংঘর্ষ কমিটি, বিকেইউ সিধুপুর, কিষণ সংঘর্ষ কমিটি এবং জয় কিষণ আন্দোলন। এই সাতটি কৃষক সংগঠন সংযুক্ত কিষণ মোর্চার ব্যানারেই কৃষি আন্দোলনে শামিল হয়েছিল। তারা ভোটে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাকি ২৫টি সংগঠন এই ভোটে লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই নিয়ে আপের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে। দুই পক্ষই জোট বাঁধার সিদ্ধান্তের পক্ষে এগোতে চলেছে। পাঞ্জাবের বিধানসভা ভোটে বড় ফ্যাক্টর কৃষকরাই। সেকারণেই তড়িৎভিড়ি মোদি সরকার কৃষি আইন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয়। তারপরে কৃষকরা আন্দোলন প্রত্যাহার করলেও তেমন খুশি হয়নি মোদি সরকারের উপর।

সেকারণেই হয়তো বিজেপিকে সমর্থন না করে আপের সঙ্গে জোট গড়ার দিকে এগোচ্ছে তারা। অনেকটাই সেই আলোচনা এগিয়েগিয়েছে। আরও কৃষকদের ভোট নিয়েই পাঞ্জাবে নিজেদের

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

লাইফ স্টাইল

টানা গ্যাস-অস্থলের ওষুধে কিডনি বিকল হওয়ার ভয়

প্যাকেটে থাকবে হুঁশিয়ারি

আপনি কি দিনের পর দিন খেয়েই চলেছেন গ্যাস-অস্থল কমানোর ওষুধ? তা হলে অবশ্যই ডাক্তার দেখান। দেখা দরকার, আপনার কিডনির কী অবস্থা! দেশের বিভিন্ন অংশে ৭-৩০ শতাংশ মানুষ গ্যাস-অস্থল-বৃক জ্বারার সমস্যায় ভোগেন। বাংলায় তো ঘরে ঘরে গ্যাস-অস্থলের রোগী। ফলে ওষুধপ্রাজোল, প্যাণ্টোপ্রাজোল, ল্যাপিডোপ্রাজোল, এস-ওমিপ্রাজোল,

র‍্যাযিপ্রাজোল গোত্রের অ্যান্টি-হাইপারঅ্যাসিডিটির বড়ি নিত্য খাওয়ার রেওয়াজ কম-বেশি সর্বত্রই। কিন্তু একাধিক এঘনায় জানা গিয়েছে, এই ধরনের ওষুধ থেকে কিডনির সমস্যা হতে পারে। তাই এবার কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার নির্দেশ, কিডনি বৈকল্য সংক্রান্ত বিবিধ সতর্কীকরণের বার্তা ওষুধের সঙ্গে লিখিত আকারে দিতে হবে প্রস্তুতকারী ও বিপণনকারী সংস্থাকে। চিকিৎসকদের আশা,

এতে অ-দরকারে এই ওষুধ মুড়ি-মুড়কির মতো খাওয়ার প্রবণতায় রাশ টানা সম্ভব হবে বেশ কিছুটা। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অন্দরমহলে আলোচনাত বৈশ কয়েক মাস ধরেই চলছিল। সম্প্রতি ন্যাশনাল কো-অর্ডিনেশন সেন্টার ফর ফার্মাকোভিজি়ালাস প্রোগ্রামের কর্তারও একাধিক বৈঠক করেন এ বিষয়ে। তারপরই সিদ্ধান্ত হয়, প্রোটন পাম্প ইনহিবিটর (পিপিআই) গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই সব ওষুধগুলি দীর্ঘ দিন টানা

খেয়ে গেলে যেহেতু কিডনি বিকল হতে পারে, তাই এগুলির ব্যবহার নিয়ে মানুষকে সতর্ক করা জরুরি। সেইমতো ড্রাগ কন্ট্রোল অথোরেল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিজিআই) সব রাজ্যের ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগকে নির্দেশ দেন, তাঁদের অধীনে যত পিপিআই উৎপাদক ও বিপণনকারী সংস্থা আছে, তাঁদের বিবিধ সতর্কীকরণ ছাপার নির্দেশ দিতে হবে। তা স্পষ্ট হরফে লেখা থাকবে ওষুধের প্যাকেটের সঙ্গে

লিফলেটে। ক্রিনিক্যাল ফার্মাকোলজি বিষয়জ্ঞ চিকিৎসক এবং ফার্মাকোভিজি়ালাস প্রোগ্রামের প্রাক্তন কর্তা শান্তনু ত্রিপাঠী বলেছেন, ‘পিপিআই গোত্রের এই ধরনের ওষুধের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া ব্যবহারে যে কিডনি ক্ষতিগ্রস্ত

হতে পারে, সেই মর্মে সতর্কতা অনেক আগেই জারি করেছিল মার্কিন ওষুধ নিয়ামক সংস্থা ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ)। কিন্তু আমাদের দেশে ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধরনের ওষুধের দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া করার নমরানারি প্রক্রিয়া

● এরপর দুইয়ের পাঠায়



নেপালের দাবাড়ুকে রুখে দিলো রাজবীর

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : এনএসআরসি-র যোগা হলে আয়োজিত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবায় চমক দিলো ত্রিপুরার প্রতিভাবান দাবাড়ু রাজবীর আহমেদ। নেপালের দাবাড়ু চপলাঙ্গিন পুরষোত্তম-কে (২০১৯) রুখে দিয়েছে ত্রিপুরার রাজবীর (১৪৫৬)। এককথায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স। আগাগোড়া মাথা ঠান্ডা রেখে খেলে নেপালের দাবাড়ুকে রুখে দিয়েছে রাজবীর। পাশাপাশি আসরের একমাত্র আইএন দীনেশ কুমার-কে রুখে দিয়েছে অসমের ইকতিকাৰ আলম। শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্সের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এই আসরে নবম রাউন্ডের পর সাড়ে সাত



পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে আছে দীনেশ কুমার, রাফল সোরমসিং, প্রলয় শাহ, আলোখ মজুমদার। সাত পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে আলম। ইফতিকার আলম, প্রকাশ রাম, শান্ত মণ্ডল, সোনি কৃষ্ণাণ, কুমার গৌরব। তৃতীয় স্থানে আছে ত্রিপুরার অনবিল গোশ্বামী। তার পয়েন্ট সাড়ে ছয়। ছয় পয়েন্ট পেয়ে আরও কয়েকজনের সাথে চতুর্থ স্থানে ত্রিপুরার রাজবীর আহমেদ। এদিন অরুণিকা ঘোষ-কে রুখে দিয়ে রেটিং পেয়ে গেলো ত্রিপুরার স্থপিল দে। আগামীকাল সকাল সাড়ে নয়টায় দশম তথা শেষ রাউন্ডের খেলা হবে। বিকাল চারটায় হবে অপর্যাপ্ত দত্ত স্মৃতি আন্তর্জাতিক রেটিং

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বাইখোড়াকে উড়িয়ে দিলো উত্তর তৈখমা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে শনিবার বাইখোড়া স্কুলকে খড়কুটের মতো উড়িয়ে দিলো উত্তর তৈখমা। ব্যাটে-বলে একাধিপত্য দেখিয়ে জয় তুলে নিলো উত্তর তৈখমা। এদিন সিএইচবি মাঠে টেস জিতে উত্তর তৈখমা প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৫.৫ ওভারে তারা সবকয়টি উইকেট হারিয়ে ১৮৬ রান করে। দলের হাফে পদ্মকুমার নোয়াতিয়া ৪০, রমেন দেববর্মী ৪০, আনন্দ সাধন দেববর্মী ২৩ এবং রবিকুমার নোয়াতিয়া ১৯ রান করে। বাইখোড়ার হয়ে হারাধন ত্রিপুরা তুলে নেয় ৫টি উইকেট। এছাড়া সৌমদীপ পাল এবং অমিত দাস নেয় ২টি করে উইকেট। জবাবে ব্যাট করতে নেমে উত্তর তৈখমার দুই পেস বোলার সমীর নোয়াতিয়া এবং শিবা নোয়াতিয়া-র দূরসূত্র বোলিং-র সামনে কের্পে যায় বাইখোড়ার ইনিংস। শুরু থেকেই বিপর্যয়ের মুখে পড়ে তারা। এই বিপর্যয় আর সামাল দিতে পারেনি। ফলে মাত্র ১৯ রানে ফুরিয়ে যায় দলের ইনিংস। ১৬৭ রানে জয়লাভ

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রিকেট ছেড়ে সোজা রাজনীতিতে? জল্পনার মধ্যেই মুখ খুললেন হরভজন

নমাদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর। ক্রিকেট ছেড়ে সোজা রাজনীতির ময়দানে নামছেন হরভজন সিং? গত কয়েকদিন ধরে পাঞ্জাবের রাজনীতিতে এমনই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে আবার ঊট করে অবসর ঘোষণা করে দিয়েছেন ভাঙ্জি। ভোটের ঠিক আগে আগে তাঁর অবসর ঘোষণায় জল্পনা আরও বেড়েছে। এবার হরভজন নিজেই সেই জল্পনায় ধুনো দিলেন। জানিয়ে দিলেন, তার কাছে একাধিক রাজনৈতিক দলের অফার আছে। তবে, রাজনীতিতে নামার সিদ্ধান্ত একটু ভেবেচিন্তেই নিতে চান তিনি। আসলে, আর পাঁচজন সেলিব্রিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে পুরোপুরি নীরব থাকেন না ভাঙ্জি। বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে অসুস্থ হলেও আওয়াজ তোলেন। করোনাকালে লকডাউনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা বা সাম্প্রতিককালের কৃষক বিক্ষোভের মতো ইস্যুতে নিজের মতো অবস্থান নিয়েছেন হরভজন। তখন থেকেই ভাঙ্জির রাজনীতিতে যোগের জল্পনা কমবেশি ছিল। সেই জল্পনা সত্যি আরও বেড়েছে। বিজ্ঞপ্তি এবং কংগ্রেস দুই দলই হরভজনকে দলে টানার চেষ্টা করছে। এই জল্পনা



নিয়ে হরভজন বলছেন, “এখনও আমি ভবিষ্যৎ নিয়ে তেমন কিছু ভাবিনি। একটা জিনিস ঠিক, যে আমি এখনও ক্রিকেটের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চাই। কারণ, ক্রিকেটে মানুষ আমাকে চেনে। আর আমার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার নিয়ে যখন সিদ্ধান্ত নেব, তখন সবাইকে জানাব।” তবে রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার প্রলোভন যে তাঁর কাছে আছে, সেটা অস্বীকার করেননি ভাঙ্জি। তিনি বলছেন, “সত্যি বলতে আমার কাছে অনেক দলের অফার আছে। কিন্তু এখনও আমি এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিইনি। আমাকে এটা নিয়ে ভাল করে

ভাবতে হবে। কারণ, এটা সহজ কাজ নয়। আমি আংশিকভাবে কিছু করতে চাই না।” প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে পাঞ্জাব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নভজ্যোত সিং সিধুর সঙ্গে ভাঙ্জির একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। সেই ছবি প্রসঙ্গে ভাঙ্জির বক্তব্য, “এটা খুব সাধারণ ব্যাপার। একজন ক্রিকেটার হিসাবে আমি সিধুর সঙ্গে দেখা করেছি। ভোটের আগে বলে লোকে এত গুঞ্জন করছে। কিন্তু রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত এখনও নিইনি। নিলে সবাইকে জানিয়ে দেব।”

আজ থেকে মধুসূদন স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত মধুসূদন স্মৃতি প্রাইজমানি ভলিবল প্রতিযোগিতা আগামীকাল থেকে শুরু হবে। বিকাল তিনটায় উদ্‌বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আগরতলা ভলিবল ক্লাব বনাম এমবিবি কলেজ। উদ্‌বোধনী ম্যাচ সহ সমস্ত ম্যাচই হবে উমাকান্ত ভলিবল কোর্টে। আগামীকাল উদ্‌বোধনী ম্যাচের

আগে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। এতে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন খেলোয়াড় সঞ্জয় সাহা সহ অন্যান্যরা। এবারের আসরে মোট ছয়টি দল অংশগ্রহণ করছে। দলগুলি হলো ---- বিশালগড় পুন্সি, বিএসএফ, অরবিন্দ সংঘ, মানি কিক আগরতলা ভলিবল ক্লাব এবং এমবিবি কলেজ। বিজয়ী দল ৮ হাজার টাকা এবং

রানাসাঁআপ দল ৫ হাজার টাকা পাবে। সেই সাথে দেওয়া হবে ট্রফিও। তৃতীয় স্থানধিকারী দল ২ হাজার এবং চতুর্থ স্থানধিকারী দলকে দেওয়া হবে ২ হাজার টাকা। প্রাথমিক পর্বের খেলা শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর। ২ জানুয়ারি এবং ৩ জানুয়ারি আসরের দুইটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। ৪ জানুয়ারি হবে তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচ। তবে ফাইনালের দিনক্ষণ পরবর্তী সময় জানানো হবে।

অরুণা-র আলোয় উদ্‌বাসিত দেশের জিমন্যাস্টিক্স

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : তেলঙ্গানার বি অরুণা রেড্ডি মিশরে অনুষ্ঠিত ফারোজ কাপ জিমন্যাস্টিক্স-এ ভল্ট-এ অর্থপদক জিতেছে। দেশে ফিরে স্বভাবতই পুরস্কারের সাগরে ভাসছে। দীপা, সান্ধী এবং সিদ্ধু -কে রিও ডি জেনিরো অলিম্পিক থেকে ফিরে আসার পর গাড়ি দেখা গিয়েছিল। যে ব্যক্তি তাদেরকে গাড়ি প্রদান করেছিলেন তিনি এবার অরুণা রেড্ডি-কেও তার অসাধারণ সাফল্যের জন্য গাড়ি উপহার দিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে মিশরের এই প্রতিযোগিতা খুব বড় মাপের প্রতিযোগিতা ছিল না। কিন্তু একজন জিমন্যাস্টের পক্ষে এই ধরনের প্রতিযোগিতায় সাফল্য পাওয়া অত্যন্ত জরুরি। কারণ এসব ছোট ছোট সাফল্যগুলি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়, আরও বড় সাফল্যের জন্য উৎসাহী করে। এভাবেই তো

একজন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তৈরি হয়। মাঝে কয়েকটা বছর দেশের জিম্যাস্টিক্স ছিল পুরোপুরি দীপাকেন্দ্রীক। গত পাঁচ বছর ধরে দীপা-র জায়গা দেওয়ার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছে। অলিম্পিকেও যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন প্রণতি নায়ক। যদিও টোকিওতে তিনি ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এবার নতুনভাবে উঠে আসার চেষ্টা করছেন অরুণা রেড্ডি। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে যে, ত্রিপুরার জিমন্যাস্টদের কি খবর? দীপা সহ অন্যান্য জিমন্যাস্টদের জন্য তো রাজ্য সরকার সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। লকডাউনের সময় যখন গোটী রাজ্যের খেলোয়াড়রা গৃহবন্দি তখন একমাত্র রাজ্যের বিশেষ কয়েকজন মহিলা জিমন্যাস্টদের জন্য এনএসআরসিপি দেওয়া হয়। এক আন্তর্জাতিক কোচ রাজ্য

সরকারের শীর্ষ মহলকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ২০২৪-র প্যারিস অলিম্পিকে ত্রিপুরা থেকে তিনজন জিমন্যাস্টকে কোয়ালিফাই করানো। সেই আশ্বাসের উপর আস্থা রেখে রাজ্য সরকারও ওই আন্তর্জাতিক কোচের কোন আবদারেই অমত করেনি। কিন্তু ফল কোথায়? কয়েক মাস আগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার দল বাছাইয়ের জন্য শিবির হয়েছিল। প্রথম টায়ালে যথার্থী দীপা প্রথম স্থানে ছিল। পরের দিন দ্বিতীয় টায়ালে দীপা সহ রাজ্যের চার জিমন্যাস্টকে মাঠে নামতে দেননি ওই আন্তর্জাতিক স্লোচার কোচ। অরুণা রেড্ডি মিশরে আলো ছড়িয়েছে। আগামীতে আরও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। সেখানে ত্রিপুরার জিমন্যাস্টরা ক্রমশঃ অধিকারে চলে যাচ্ছে। এবার কি রাজ্য সরকারের বোধোদয় হবে?

আজ অরুণ স্মৃতি স্কুল টেনিস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামীকাল অরুণ কাস্তি স্মৃতি স্কুল টেনিস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের সকাল সাড়ে সাতটায় মালঞ্চ নিবাসের স্টেট টেনিস কমপ্লেক্সে প্রতিযোগিতার চিফ রেফারি তথা প্রাক্তন রাজ্য চ্যাম্পিয়ন অরুণ রতন সাহা-র কাছে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। বিকাল চারটায় হবে পুরস্কার বিতরণী উৎসব। এতে উপস্থিত থাকবেন সিআরপিএফ-র ডিআইজি বিজয় কুমার, ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়, সহ-সভাপতি প্রণব চৌধুরী, যুগ্মসচিব তডিং রায় সহ অন্যান্যরা। ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে জয়ী আমজাদনগর, বিজিইএমএস

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : নিলোনিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন পরিচালিত অনুর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে শনিবার জয় পেলো আমজাদনগর স্কুল এবং বিজিইএমএস। উত্তর বিলোনিয়া মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে আমজাদনগর লে-স্কোরিং ম্যাচে ২৬ রানে হারিয়ে দেয় অর্থাৎ কলোনি স্কুলকে। দুই দলের বোলারদের দাপটে সেভাবে ব্যাটসম্যানদের খুঁজেই পাওয়া গেলো না। টেস জিতে আমজাদনগর প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে অর্থাৎ কলোনি স্কুলের বোলারদের দাপটে ২৭.৪ ওভারে মাত্র ৮১ রান করতে সক্ষম হয় আমজাদনগর। এই ৮১-র মধ্যে অতিরিক্ত খাতে আসে ৩৯

রান। অর্থাৎ ১১ জন ব্যাটসম্যানের মিলিত অবদান মাত্র ৪২ রান। অর্থাৎ কলোনি স্কুলের হরেক্তিম সাহা ২০ রানে ৫টি উইকেট তুলে নেয়। তার অফস্পিনের সামনে নাজেহাল হয়ে যায় আমজাদনগরের ব্যাটসম্যানরা। এছাড়া জয়দীপ মহাজন ৩টি এবং অরুণ দাস ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে অর্থাৎ কলোনি স্কুলও ব্যর্থ হয়। ১৮.২ ওভারে মাত্র ৫৫ রানে গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। ২৬ রানে ম্যাচে জয়লাভ করে আমজাদনগর। বিজয়ী দলের হয়ে মহম্মদ হুম্মদ ৪টি এবং মহম্মদ সাকিল ২টি উইকেট নেয়। এদিকে, বিজিইএমএস মাঠে

অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে বিজিইএমএস ৯ উইকেটে হারায় সাড়াঙ্গীমা স্কুলকে। টেস জিতে বিজিইএমএস প্রথমে সাড়াঙ্গীমা স্কুলকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানায়। তবে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিসর দেয় সাড়াঙ্গীমা স্কুল। ২১ ওভারে মাত্র ৪০ রানে শেষ হয় তাদের ইনিংস। বিজিইএমএস-র হয়ে মানিক সরকার ৩টি এবং অদুত মজুমদার ২টি উইকেট নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিজিইএমএস ৬.৪ ওভারে মাত্র ১টি উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয়। বোলিং-র পর ব্যাট হাতেও সফল মানিক সরকার। ১৫ রান করে মানিক। ৯ উইকেটে জয় পায় বিজিইএমএস।

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : টিসিএ পরিচালিত মহিলাদের আমন্ত্রণমূলক টুয়েন্টি-২০ ক্রিকেটে শান্তিরবাজার থেকে দেবে নমিতা মুড়াসিং। তার সহকারী হিসাবে থাকবে সুপ্রিয়া দাস। এদিন শান্তিরবাজার মহকুমা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে নির্বাচিত ক্রিকেটারদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। দলের বাকি সদস্যরা হলো—প্রিয়াঙ্কা নোয়াতিয়া, রেশমী নোয়াতিয়া, মেঘা সরকার, রি পু দেববর্মী, মিত্রী দেবনাথ, অনন্যা দেবনাথ, ঝুলন মজুমদার, পাণ্ডিয়া নমঃ, জরিনা নোয়াতিয়া, অন্তরানি নোয়াতিয়া, কমলা নোয়াতিয়া এবং পুষ্পরাধা জমাতিয়া। দলের কোচ দেবরত চৌধুরী।

কর্মকর্তারই অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছেন

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের ক্রিকেট সার্কিটে কান পাড়ালেই এই গুঞ্জন ক্রমশঃ তীর হচ্ছে। এটা ঘটনা যে, এবারের অনূর্ধ্ব ১৯ দলের ব্যাটিং লাইনআপ সেরকম অভিজ্ঞ নয়। কিন্তু আরমান, দীপজয় বা সেন্টু, দুর্লভ-রা খুব খারাপ এমনও নয়। আদান ছাড়া আর কোন ব্যাটসম্যান নিয়মিত রান করতে পারেনি। কিন্তু আরমান, দীপজয়-দের মধ্যেও প্রতিভা আছে। এটা মাথায় রাখতে হবে যে, এবারই প্রথমবার কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবে অনূর্ধ্ব ১৯ দলের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে তারা। একটা অবজিষ্ট ঘটনা ঘটার কারণে মূল দলের অনেক ক্রিকেটার বাতিল হয়ে যায়। ফলে আরমান, দীপজয়-দের সামনে সুযোগ এসে যায়। সুযোগটা তারা কাজে লাগাতে পারেনি মূলতঃ। অনতিদূরে তার কারণে। বোলিং বিভাগ এবার আশাতিরিক্ত ভালো করেছে। শুধুমাত্র দুর্বল ব্যাটিং-র কারণেই দলের এরকম হাল। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, টিসিএ কি আদৌ এই দলটার সাফল্য চেয়েছিল? শুরু থেকেই তো তারা জানতো যে, বিসিপিআই-এর বরস নিয়ে কঠোর হবে। কারণ অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপের জন্য এবারের আসর থেকেই

ক্রিকেটারদের বাছাই করা হবে। বাতিল ক্রিকেটারদের কেন তাহলে প্রাথমিকভাবে দলে নির্বাচিত করা হয়েছিল? অনেক আগেই তারা ১৯-র কোটা পেরিয়ে গেছে। টিসিএ-র কাছে এই ব্যাপারটা জানা ছিল। গুই সময় যদি বিকল্প ক্রিকেটার খোঁজার কাজটা শুরু করতে তাহলে এরকম দুর্দশা হতো না। ভিন্ন মানকড় টুফির ব্যর্থতার পর টিসিএ বুঝে যায়, কোচবিহার টুফিতেও এই দল কিছু করতে পারবে না। অভিযোগ, তারপর থেকেই ছেলোখেলা শুরু হয় অনূর্ধ্ব ১৯ দলকে নিয়ে। কিন্তু অযোগ্য ক্রিকেটারকে যোগ্য এবং দক্ষ করে তোলার আশ্রয় চেষ্টা শুরু হয়। ফলাফল যেহেতু শুনাই হবে এই অবস্থায় কয়েকজন অযোগ্য ক্রিকেটারকে যদি তুলে আনা হয় মন্দ কি? এই খেলাই শুরু করেছিল টিসিএ—এমনই অভিযোগ। দলের

সাফল্য তারা চায়নি। শুধু চেয়েছিল, কয়েকজন ক্রিকেটারের উত্থান। যদিও কোচবিহার টুফিতে তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। তবে টিসিএ-র কিছু কর্মকর্তার এই অপচেষ্টার খসড়াতে দিতে হয়েছে গোট দলকে। অভিযোগ, টিসিএ যখন বুঝে যায় এই দলকে দিয়ে আর কিছু হবে না তখনই প্রধান কোচ গৌতম সোম-কে (জুনিয়র) আগরতলায় ফিরিয়ে আনা হয়। অল্প ম্যাচের আগেই তিনি আগরতলায় ফিরে আসেন। অনূর্ধ্ব ১৬ দলের দেখাশোনা করছেন তিনি এখন। যেহেতু বোলিং-র পর ব্যাট হাতেও হারকেনা খেলার প্রথান কোচের ভূমিকায় ছিলেন ত পন দেব। আগামী ২৭ ডিসেম্বর থেকে কোচবিহার টুফির শেষ ম্যাচে উত্তরাঞ্চলের বিরুদ্ধেও ত পন দেব-কে কোচ হিসাবে দেখা যাবে। যেখানে কর্মকর্তারা একটি দলের উন্নতির চেয়ে রাজনৈতিক

কয়েকজন ক্রিকেটারের উত্তরণ চায় সেখানে সেই দল ভালো ফলাফল করবে কি করে? ক্রিকেট প্রশাসনে বসামানেশ সার্বিক বিষয়গুলির উপর নজর রাখতে হবে। এখানে ব্যক্তিগত বিষয় বলে কিছু ভালো ফলাফল করতে পারে না। কেউ কেউ টিসিএ অনূর্ধ্ব ১৯ দলটাকে নিয়ে ছেলোখেলা করে এসেছে। রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেই দলে সুযোগ পাওয়া যাবে। সেখানে যোগ্যতা কোন ফাস্টার নয়। আর যার যোগ্যতা আছে তাকে যেভাবেই হোক আটকে রাখতে হবে—এই নীতি নিয়ে চলতে গিয়ে টিসিএ অনূর্ধ্ব ১৯ দলের বারোটা বাজিয়ে ফেলেছে। ক্রিকেট মহলের সুযোগ-সুবিধা যাবে। সেখানে ফলাফলের চেয়েও ব্যক্তিকেন্দ্রীকতাকে প্রাধান্য দেয় তারা। রাজ্য ক্রিকেটের উন্নয়ন কিভাবে করবে?

সুযোগ-সুবিধার আবেহ কি

খোদ রাজধানীতেই টিসিএ-র জুনিয়র ক্রিকেটে দল কমছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : টিসিএ-র সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে এবার দলের সংখ্যা কম। যেখানে টিসিএ-র অনুমোদিত ১৬টি কোচিং সেন্টার আগরতলায় রয়েছে সেখানে এবার সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে অংশ নিলো ১৩টি দল। গত বছর সদর অনূর্ধ্ব ১৬ ক্রিকেটেও অবশ্য দল কম ছিল। ক্রিকেট মহলের প্রশ্ন, টিসিএ-র এই যে বয়সভিত্তিক সদর ক্রিকেটে দলের সংখ্যা কমছে তা কিসের ইঙ্গিত? যেখানে ক্রিকেট মানেই টাকার ছড়াছড়ি যেখানে বিনা পুখরায় সব সুযোগ-সুবিধা। টিসিএ-র টাকায় মাঠে যাতায়াত, টিসিএ-র টাকায় টিফিন, লাঞ্চ। যেখানে দল মাঠে নামলে বার্ষিক একটা অনুদানও পাওয়া যায়, সেখানে কেন টিসিএ-র জুনিয়র ক্রিকেটে (সদর) দল কমছে? তবে টিসিএ-র পরিচালনগত বা প্রশাসনিক ব্যর্থতার পাশাপাশি দলগুলিকে মাঠে নামাতে ব্যর্থ? ফুটবলে তে টিএফএ-র কোন সাহায্য নেই। বরং দল গঠনে লক্ষ টাকা খরচ। সেখানে টিসিএ-র

ক্রিকেট আসরে অংশগ্রহণের অর্থ হলো সব বিনা পয়সায়। তারপরও কেন দল কমছে? জানা গেছে, টিসিএ-র ক্রিকেট নিয়ে নেতিবাচক মনোভাবই নাকি এর অন্যতম কারণ। যেখানে ক্রিকেট নিয়ে চরম উদ্ভ্রান্দা থাকার কথা সেখানে দেখা যাচ্ছে টিসিএ-র জুনিয়র ক্রিকেটে দলই কম যাচ্ছে। জানা গেছে, শুধু যে টিসিএ-র নিজস্ব সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে দল কমছে তা নয়, অনেক মহকুমাতে তো এখনও অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেট শুরু হয়নি এবং কোন কোন মহকুমাতেও নাকি দলের সংখ্যা কমছে। কয়েকজন ক্রিকেট কোচ এবং প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিযোগ করেছেন যে, গত দুই-আড়াই বছর ধরে ক্রিকেটে নিয়ে টিসিএ-র ভূমিকা পুরোপুরি নেতিবাচক। সব রায় জানা, আগরতলায় ক্রিকেট কোচিং সেন্টারগুলির আর্থিক অবস্থা কি। বেসরকারি এবং সীমিত সংখ্যক লোকের সাহায্যে তা চলে। কিন্তু গত দুই বছরে টিসিএ জুনিয়র ক্রিকেট নিয়ে তেমনভাবে

উদ্যোগী হয়নি। এছাড়া ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটে পঙ্গু করে দিয়েছে টিসিএ। এতে করে রাজ্যে ক্রিকেট নিয়ে উদ্ভ্রান্দা বা উৎসাহ কমছে। এছাড়া গত বছর ক্রোনার সময় ক্লাব বা কোচিং সেন্টারগুলির পাশে দাঁড়ায়নি টিসিএ। ক্লাব এবং কোচিং সেন্টারগুলির সারা বছর খরচ আছে। কিন্তু গত বছর টিসিএ কোন সাহায্য দেয়নি। জানা গেছে, টিসিএ-র সদর অনূর্ধ্ব ১৪ ক্রিকেটে যখন দল কম যায় তখন নাকি আলোচনা ছিল নতুন তিনটি কোচিং সেন্টার বা ক্লাবকে খেলার সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু টিসিএ নাকি রাজি হয়নি। ক্রিকেট মহলের দাবি, জুনিয়র বয়সভিত্তিক ক্রিকেট ওপেন করা উচিত। শুধুমাত্র খেলার সময় দল গঠন করে মাঠে নেমে পড়ে। এই অবস্থায় বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে নতুন দল প্রয়োজন বা বয়সভিত্তিক ক্রিকেট ওপেন করে দেওয়া উচিত বলে দাবি।

একাধিক মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় ক্রীড়া দফতরের ইমেজ তলানিতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর : কখনও জুনিয়র পিআই, কখনও সহ-অধিকর্তার হাতে কখনও স্পোর্টস অফিসার। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে একের পর এক মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় ক্রীড়া মহলে রীতিমত আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। তবে অভিযোগ, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের একের পর এক মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটলেও কোন ক্ষেত্রেই নাকি অভিযুক্তদের শাস্তি বা সাজা হচ্ছে না। রাজ্য সরকার বদলের পর ইদানীং নাকি যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরে এই মহিলা সংক্রান্ত ঘটনা ঘটছে। বিষয়কর ঘটনা হলো, প্রায় সবকয়টি ক্ষেত্রেই ক্রীড়া দফতরের পিআই, সহ-অধিকর্তা বা স্পোর্টস অফিসারদের নাকি লালসার শিকার হচ্ছেন খোদ দফতরের মহিলা

কর্মীরা। অভিযোগ, গত বছর খোদ ক্রীড়া দফতরের সদর দফতরে (অধিকর্তা দফতর) এক সহ-অধিকর্তার হাতে এক জন মহিলা কর্মীকে নিগৃহীত করার মতো অভিযোগ উঠে। এনিয় তদন্ত কমিটি গঠন করার পর কমিটি নেতারা নাকি চাপ তৈরি করে কমিটির রিপোর্ট পাল্টে দেন। পরবর্তী সময়ে ওই অফিসারকে সাময়িক বদলি করা হয়। কিছুদিন পর ওই অফিসার বদলি হয়। এবার ওই অফিসার আবার মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় অভিযুক্ত। এর মধ্যে একজন জুনিয়র পিআই-র বিরুদ্ধে দফতরের এক মহিলা কর্মী এবং একজন মহিলা পিআই-কে নানাভাবে উত্থাক করার অভিযোগ উঠে। যদিও মুচলেকা দিয়ে নাকি ওই পিআই ছাড়া পান। এছাড়া

ক্রীড়া দফতরের একজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র পিআই বলেন, এভাবে যে ক্রীড়া দফতরের একাধিক অফিসার এবং পিআই আজ মহিলা সংক্রান্ত ঘটনায় অভিযুক্ত হচ্ছেন তাতে তো শুধু ক্রীড়া দফতরের

সন্মান নষ্ট হচ্ছে না, এতে করে মহিলাদের কাছে ক্রীড়া দফতরের ইমেজ নষ্ট হচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনায় মেয়েরা নিশ্চয় খেলার মাঠে আসতে এখন চিন্তা করবে। অভিভাবকরা নিশ্চয় এই সমস্ত ঘটনার পর তাদের মেয়েদের খেলার মাঠে পাঠাতে তিনবার চিন্তা করবেন। মাত্র এক বছরে মধোই যুবকল্যাণ বিচার না হওয়ায় দিন দিন এই ধরনের ঘটনার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্রীড়া দফতরের একজন

📞 9436940366

BAPPIRAJ FURNITURE

Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura

📍 Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur



বড়দিনে উষা, নববর্ষে পাঃ যথা ইচ্ছা তথা যা। এই শহরে কোনও পার্ক স্ট্রিট নেই। আলো বলমলে বড়দিন বা নতুন বছর উদ্‌যাপনের মায়ারি আয়োজনও থাকে না তেমন। শহর হলে সিটি সেন্টার আর দূর হলে, মরিয়মনগর গির্জা। গত প্রায় এক দশক ধরে এটিই রাজ্যের প্রধান 'বড়দিন উদ্‌যাপন'। প্রাতিষ্ঠানিক কয়েকটি সংস্থা বা সংগঠনের উদ্যোগ না থাকলে, বছরের শেষ কয়েকটা দিন যেটুকু সামান্য আনন্দ আর উৎসাহ থিরে থাকে হাজারো পরিবারকে, তাও নিষ্প্রহতায় মলিন হয়ে যেতো। শনিবার শহর থেকে বড়দিন উদ্‌যাপনের আনন্দে মেতে থাকা নিজস্ব চিত্র।

অসমে আটক রাজ্যের চালক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। রাজ্য পেরিয়ে সীমান্তবর্তী অসম পুলিশ ওয়াচ পোস্টের রুটিন তত্ত্বাধীনে



আবারো একবার সাফল্য পেল। শনিবার রাতে আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী এএস-০১-সি-০২৪৩ নম্বরের সীমা ট্রেনেলসের বাসে তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিশী একটি ব্যাগ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। এতে উদ্ধার হয় এক প্যাকেট গাঁজা। সাথে আটক করা হয় গাড়ির সহ চালক তমাল বণিককে। তার বাবা মৃত সুদর্শন বণিক, বাড়ি কল্যাণপুর। ধৃতকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালালে সে জানায়, কোনও এক ব্যক্তি গাড়িতে ব্যাগ রেখে পালিয়ে যায়। অসম-চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের পুলিশ উদ্ধারকৃত গাঁজা সিজকরে থানায় নিয়ে যায়। রবিবার গাঁজা সহ ধৃতকে করিমগঞ্জ জেলা আদালতে সোপর্দ করা হবে। এদিকে অসম-চুরাইবাড়ি ওয়াচ পোস্টের ইনচার্জ মিন্টু শীল জানান, প্রতিনিয়ত তাদের এই অভিযান জারি থাকবে।

বৃদ্ধা মাকে লাঞ্ছনা ছেলেদের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। বৃদ্ধা মায়ের কাছ থেকে টাকা না পেয়ে মারধর করলো সূঠামদেহী ছেলে। পাশও এই ছেলেদের রাজধানীর দুর্গা চৌমুহনি এলাকার প্রতিবেশীরাও শাস্তি দিতে এগিয়ে যাননি। অনেকেই দাঁড়িয়ে দেখেছেন বৃদ্ধাকে অত্যাচার করার দৃশ্য। অনেকেই বৃদ্ধার চিৎকার শুনে বাড়ির গেটের ভেতর চুকেনি। এমনটাই অমানবিক হয়ে উঠেছে সমাজ ব্যবস্থা। শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পেয়ে ৭০ উর্ধ্ব বৃদ্ধা মাকে ছুটে যেতে হয় থানায়। এই ধরনের অমানবিকতা নিয়ে শনিবার দিনভর আলোচনা চলে শহরে। জানা গেছে, ভাতার টাকা না দেওয়ায় বৃদ্ধা মাকে মারধর দুই

ছেলের। গুরুতর অবস্থায় বৃদ্ধা মাকে মহিলা থানায় নিয়ে আসে এলাকাবাসীরা। পুলিশ অভিযোগ নিলেও অভিযুক্ত দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত আইনি কোনও শক্ত ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। জানা গেছে, ৭০ উর্ধ্ব কল্লনা বিবি নামে এক বৃদ্ধা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় শনিবার ছুটে যান পশ্চিম মহিলা থানায়। দুর্গা চৌমুহনিতে দুই ছেলের সঙ্গেই বসবাস এই মহিলার। তিনি জানিয়েছেন, ভাতার টাকা দুই ছেলে নিয়ে যেতো। এই টাকা না দেওয়ায় দুই ছেলে মিলে তাকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করেছে। পশ্চিম থানায় আসার পর মহিলার মুখে এবং শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। বৃদ্ধা মায়ের উপর এই অত্যাচার

দেখে প্রত্যক্ষদর্শী পুলিশরাও রীতিমতো অবাক। সবাই চাইছেন পাশও দুই ছেলের বিরুদ্ধে যাতে শক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। পশ্চিম মহিলা থানার মহিলা পুলিশদের এই ধরনের দৃশ্য দেখে এখনও পর্যন্ত কেন শরীরে জ্বালা উঠেনি তা নিয়ে অনেকের মনেও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সবাই চাইছেন অভিযুক্ত দুই ছেলের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

Vacancy

ভারতীয় জীবন বিমা নিগম LIC তে কিছু সংখ্যক এজেন্ট নিয়োগ করা হবে।
গৃহবধু, ব্যবসায়ী, বেসরকারী ফার্মের কর্মী, স্ব নিযুক্ত পেশার মানুষ, অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি সকলেই এজেন্ট হিসাবে যোগ দিতে পারবেন। যোগ্যতা-
মাধ্যমিক পাশ।
— যোগাযোগঃ —
Mob - 9863332076
7005080962

SPOKEN ENGLISH
ছোটদের (2021-2022), বড়দের (New Group) Spoken English এ ভর্তি চলছে, সঙ্গে Maths, English, School Subject- (VII to XII)
SRI KRISHNA VIGYAN SOCIETY UNDER ISKCON
T.K. SIL
9856128934

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিধায়িকার নাম করে দশ লক্ষ টাকা দাবি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। বিধায়িকার নাম বিক্রি করে জমির দালিলি শুরু করে দিয়েছে কাসেম এবং ইমরান নামে দুই যুবক। জমির মালিক থেকে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করে চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছে দুই ভাই। সরাসরি নিজেকে বিধায়িকার লোক দাবি করে ১০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। টাকা না দিলে হত্যার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগে আমতলি থানায় শাহজাহান মিয়া নামে এক ব্যক্তি অভিযোগ জানিয়ে এসেছেন। শুক্রবার রাতে পুলিশ এই ঘটনায় একটি জিডি এন্ট্রি করেনি। কিন্তু

কাসেম এবং ইমরানকে থানায় ডেকে এনে এখনও পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়নি। গ্রেফতার তো অনেক দূরের কথা। পুলিশ কোনও ভূমিকা না নেওয়ায় আতঙ্কে তিন কাঁচের শাহজাহানের। তিনি চারি পাড়া শটীন্দ্রলাল এলাকায় একটি জমি কিনেছেন। ফুল মিয়ার থেকে জায়গাটি কেনার পর থেকেই ইমরান এবং কাসেম মিয়া নামে দুই ভাই তার কাছে ১০ লক্ষ টাকা দাবি করেন। এই দুই ভাই প্রকাশ্যেই বিধায়িকার লোক দাবি করে টাকা চেয়েছেন বলে অভিযোগ। টাকা দিতে অস্বীকার করায় শাহজাহানকে

খুনের হুমকি দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, পুলিশের তরফ থেকেও এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেই কাসেম এবং ইমরানের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে, বিধায়িকার কাঁচের লোক হওয়ায় এই দুই কুখ্যাত ভাইকে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে পুলিশও। শাহজাহান টেলিফোনে জানিয়েছেন, আমতলি থানায় এর আগেও কাসেম মিয়ার নামে ধর্ষণের মামলা জমা পড়েছিল। কিন্তু পুলিশ কাসেমকে আজ পর্যন্ত গ্রেফতার করেনি। যে কারণে তিনি এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

টিএসআর'র মৃত্যুর ঘটনায় স্ত্রী'র মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। টিএসআর'র প্রথম ব্যাটেলিয়নের জওয়ান শঙ্কর দেবনাথকে দা এবং কুড়োল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ এনেছেন তার স্ত্রী। এই ঘটনায় শনিবার বিশালগড় থানায় মামলা করেছেন নিহত জওয়ানের স্ত্রী। এই ঘটনায় পুলিশের বক্তব্য মামলাটি গ্রহণের আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তবে এদিন মামলাটি এফআইআর হিসেবে নেওয়া হয়নি বলে জানা গেছে। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ গকুলনগর টিএসআর-এর সদর দফতর থেকে অ্যান্মুলেঙ্গে বিশালগড় নেওয়া হয়েছিল শঙ্কর দেবনাথকে। সেখান থেকে তাকে পাঠানো হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। হাঁপানিয়া থেকেই নেওয়া হয় জিবিপি হাসপাতালে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টায় মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে শুক্রবার রাতেই মারা যান টিএসআর জওয়ান শঙ্কর দেবনাথ। এদিন ময়নাতদন্তের পর জিবিপি হাসপাতাল থেকে দেহ নিয়ে সাক্রমের বাড়ি যাওয়ার পথে বিশালগড় থানায় মামলাটি করে গেছেন নিহত জওয়ানের পরিজনরা।

Flat Booking
Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

বিক্রয়
এখানে পুরাতন ইট, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন, রাবিশ, চিপস্ বিক্রয় হয়।
শিবশক্তি কেরিং সেন্টার
8413987741
9051811933
বিঃ দ্রঃ- এখানে পুরাতন বিক্টিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাত্রী চাই
কায়স্থ 27 (+) MBBS Govt. Doctor পাত্রের জন্য MBBS/MD/MS/ পাঠরতা/চাকুরিরতা, সং/অসং, ডাক্তার পাত্রী চাই।
Mobile No : 9612621491

চক্ষু চিকিৎসা
ডা. পার্থপ্রতিম পাল Ex-Consultant, LV Prasad Eye Institute প্রতিদিন রোগী দেখছেন।
ক্লিনিক : কর্ণেল চৌমুহনি, শনি মন্দিরের বাম পাশে।
সময় : সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা
রবিবার : সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা
ঃ যোগাযোগঃ : 8583948238, 9436124910, 0381-2324435

পাত্রী চাই
পাত্র 45 (05-10-1976)। ক্রারিকেল জব (প্রাইভেট)। বিশ্বস্ত, স্যাবস্ত। M.A পাশ। কুস্তরাশি, দেবারিগণ। 5 ফুট 10 ইঞ্চি। আগরতলায় বাড়ি। মাতা— পেনশনার। দুই ভাই। বিবাহ সম্পর্কীয় যে কোনও ধরনের বার্তালাপই সরাসরি পাত্রের সঙ্গে। নো কাস্ট বার।
Mob : 9436485123 (বেলা ১টার পর।)

আরোগ্য
Chennai, Hyderabad, Vellur C.M.C, Coimbatore, Kolkata Patient নিয়ে যাওয়া হয়।
(M) 9774434733

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৮,১৫০
ভরি : ৫৬,১৭৫

ফ্ল্যাট ভাড়া
কলেজটিলা বি.বি.এম কলেজের বিপরীতে দুটো নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। Contact : 7005427262

COACHING FOR FORTHCOMING COMPETITIVE EXAMINATIONS (ICDS-SUPERVISOR) & LDA - SECRETARIAT SERVICE) : CLICK & REGISTER
www.estudyhelpline.in
Contact : 9832107953 (Whatsapp only)

VISION CONSULTANCY
Admission Point
We Provide Admission Guidance for MBBS/BDS/BAMS TOP PRIVATE MEDICAL COLLEGES IN INDIA (Kolkata, Uttar Pradesh, Bangalore, Tamilnadu, Puducherry, Haryana, Bihar, Orissa & Other)
LOW PACKAGE 45 LAKH
NEET QUALIFIED STUDENTS ONLY
Call Us : 9560462263 / 9436470381
Address : Office Lane, Opp. Siksha Bhavan, Agartala, Tripura (W)

আরোগ্য
The Complete Homoeo Health Solution
আপনার শারীরিক যে কোন জটিল ও কঠিন রোগের নিরাময়, সমস্যা সমাধানের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা কেন্দ্র 'আরোগ্য'
Call or Whats : 9612721087 / 6909988137
Behind East Police Station, Old Motorstand, Agartala, Website : www.aroghyahomoeo.com
বিঃদ্রঃ- অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এক নির্ভরযোগ্য চিকিৎসা কেন্দ্র।
100% safe and secure 100% Harbal

Living Room • Dining • Bedroom • Mattress • Storage • Seating • Utility • Office

New Radha Store: Hari Ganga Basak Road, Melarmath, Opposite Madan Mohan Ashram, Agartala,
Tripura (W) - 799001. Tel. No.: 9436169674 | EXCLUSIVE SHOWROOM
Email: newradhank@gmail.com

India's first choice in furniture is NOW IN AGARTALA!
UP TO 40% OFF

10% OFF FLAT + 2 PILLOWS FREE ON PURCHASE OF A MATTRESS

Nilkamal®
FURNITURE IDEAS